বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৬-২০১৭

অর্থ মন্ত্রণালয়
(আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর
নিয়ন্ত্রণাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ২০১১-২০১৬ সালের 'ঋণ ব্যবস্থাপনা'
কার্যক্রমের ওপর প্রণীত বিশেষ অডিট রিপোর্ট)

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১৬-২০১৭

প্রথম খণ্ড

অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
রূপালী ব্যাংক লিমিটেড

নিরীক্ষা বছর : ২০১১-২০১৬ সালের 'ঋণ ব্যবস্থাপনা' কার্যক্রমের
ওপর বিশেষ নিরীক্ষা।

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	মুখবন্ধ	১
২.	Abbreviations & Glossary	৩-৫
৩.	প্রথম অধ্যায়	৭
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৯-১০
	অডিট বিষয়ক তথ্য	১১
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১১
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	১১
	অডিটের সুপারিশ	১১
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১৩-৬৮
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৬৮
৬.	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise-এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর নিয়ন্ত্রণাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ এর ২০১১-২০১৬ সালের 'ঋণ ব্যবস্থাপনা' কার্যক্রমের ওপর শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ **বিশেষ অডিট** রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ২৭ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০২/০৮/২০২১ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations & Glossary

১.	Acceptance	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২.	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৩.	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৪.	C.C(HYPO) সিসি হাইপো)	Cash Credit Hypotecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১.৫ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৫.	Cost of Fund :	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচসহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৬.	CRC	Central Rating Committee	আবেদনকৃত ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাই করে ঋণটির গুণগত মান নির্ধারণ করার কমিটি।
৭.	CC(Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা
৮.	ECC (ইসিসি)	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হিমায়িত খাদ্য,চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
৯.	EEF (ইইএফ)	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা তৈরিতে সমমূলধনী সহায়তা তহবিল। কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।
১০.	ETP(ইটিপি)	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১১.	FBPN (এফবিপিএন)	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
১২.	FL(Funded liability)	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আর্ন্তজাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:- সিসি(হাইপো), সিসি(প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপণ্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন(রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৩.	FL/DL(ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন)	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
১৪.	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।

১৫.	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC (Account) খুলতে হয়।
১৬.	IDCP (আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	(Interest During Construction Period)	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
১৭.	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
১৮.	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন গুদামে রক্ষিত মালামালের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ।
১৯.	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
২০.	MCL	Maximum Credit Limit	
২১.	Non-funded liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আর্ন্তজাতিক ঋণ। যেমন:-ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
২২.	PAD (পিএডি)	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
২৩.	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
২৪.	PSC (পিএসসি)	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
২৫.	SME (এসএমই)	Small and Medium Entrepreneur	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা
২৬.	STL (এসটিএল)	Short term loan	স্বল্পমেয়াদি মঞ্জুরিকৃত ঋণ। যে ঋণের মেয়াদ সাধারণত ০৩ (তিন) মাস থেকে ০৬ (ছয়) মাস তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর মেয়াদের হয়।
২৭.	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
২৮.	পুনঃতফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
২৯.	ডাউন পেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩০.	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।

৩১.	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণিকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩২.	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণত প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৩.	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণগ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonored) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৪.	বিএমআরই	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে গৃহীত কার্যক্রম।
৩৫.	এলডিবিপি	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
৩৬.	ডেফার্ড এলসি	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
৩৭.	বর্ডু	Bordereaux	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (সাবীক) এর সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানির দেনা-পাওনা সংরক্ষিত থাকে।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	
১.	সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান, প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে উপর্যুপরি সিসি হাইপো ঋণসীমা বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পের উৎপাদন চলমান থাকার পরও কোন টাকা আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি।	১১১,২৩,০০,০০০
২.	খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের বিধি-বিধান ভঙ্গ করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও পিসি ঋণ প্রদান এবং ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৫৯,২০,০৭,০০০
৩.	অন্য ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় গ্রহণ, মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ঋণ মঞ্জুর, অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিয়ে ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৮৮,৫৬,৮২,৯৩৬
৪.	মঞ্জুরি পত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্পে অর্থ ব্যবহার না করায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও মেয়াদি ঋণের টাকা ছাড়করণ এবং আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৩৫,৭৪,২৫,০০০
৫.	সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে মেয়াদী ঋণ বিতরণ, বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১৬,১২,৭৭,০০০
৬.	রপ্তানি ব্যবসার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং গ্রাহক ও দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	২,১৬,৯২,০০০
৭.	ঋণগ্রহীতার সঠিক তথ্য গোপন করে জামানতবিহীন সিসি হাইপো ঋণ প্রদান এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর পুনরায় ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৮৪,৪১,৩২৪
৮.	ত্রুটিপূর্ণ দলিলকে সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক নিয়ে ও জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি হাইপো হিসাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করায় এবং স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৪,৫৮,৪১,০০০
৯.	শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার ভঙ্গ করে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান ও ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না থাকাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	২,৮৩,২২,৮৯৩
১০.	ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের দীর্ঘ দিন পরও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত না করে সিলিন্ডার আমদানির নামে ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১৫৫,৭৯,১০,০০০
১১.	ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১২,৩০,৫৮,৯৬০
১২.	নতুন গ্রাহকের অনুকূলে জাহাজ আমদানির নিমিত্ত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত।	১০,৫৭,৬৬,০০০
১৩.	গ্রাহকের কার্যাদেশের যথার্থতা যাচাই না করে ও কার্যাদেশ লিয়েন না রেখে এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৩৯,৭৭,১৬,০০০
১৪.	গ্রাহকের অনুমোদিত সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত লেনদেন করার পরও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ভুয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টি করে লেনদেনের সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৪৪,৮১,৩৪১
১৫.	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ ও ঋণ হিসাবে গ্রাহক কোনো টাকা জমা না করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৫,৫১,৬৩,০০০
১৬.	গ্রাহকের ব্যবসায়িক অবস্থা যাচাই না করে নতুন ব্যবসায়িকে সিসি হাইপো ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৫,৩৩,৪৪,০০০

১৭.	ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্মিত ফ্ল্যাট বিক্রয় ও ঋণ হিসাবে অর্থ জমা না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৭,২৫,৩০,০০০
১৮.	এসএমই(ব্যবসায়ী) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৮,৪৬,৭৩,৯৫৩
১৯.	শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি প্লেজ ঋণ অনুমোদন এবং দায়সমূহ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৬২,৪৭,৮২,৩৫৭
২০.	খেলাপি গ্রাহককে চলতি মূলধন বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	২৯,৯৩,২৫,০০০
২১.	অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা ও সীমাতিরিক্ত ঋণ অনাদায়ি থাকা অবস্থায় পুনঃনবায়ন এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধে অনাদায়ি ।	২,২৩,৯২,১৮০
২২.	অনিয়মিতভাবে এলটিআর ও পিএডি ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণের মালামাল বিক্রয় সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায় এবং সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করে বন্ধক নেওয়ায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১৬৫,৫০,৮৫,০০০
২৩.	বন্ধকিকৃত সহায়ক জামানতের অতি মূল্যায়ন, অনুমোদিত ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ওভার ড্রাফট ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৯,৯৬,৯৬,০০০
২৪.	প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপন এবং ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৪৪,৫১,৮৮,০০০
২৫.	রপ্তানির দীর্ঘদিন পরও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় দেশ আয় হতে বঞ্চিত ২,৮৩,৪৮০.৫৪ মার্কিন ডলার।	২,৫২,০০,৮৩১
২৬.	ঋণ মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী মিল চালুকরণের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান, আদায় ব্যর্থতা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ।	৩৪,৯৩,২১,৭৩৫
২৭.	সন্তোষজনক লেনদেন না করা সত্ত্বেও একই সহায়ক জামানতের উপর সিসি (হাঃ), সিসি (প্লেজ), এলসি লিমিট নবায়ন সুবিধা প্রদান করেও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত ২,৩৬,১২,৯৫৪ টাকাসহ ব্যাংকের অনাদায়ি ।	১৫,৫৩,৬৭,৯৫৪
	সর্বমোট	৯৩৪,৩৯,৯১,৪৬৪

(কথায়: নয়শত চৌত্রিশ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ একানব্বই হাজার চারশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর :

- ২০১১ হতে ২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুসরণ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১.	রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।	২০১৩-২০১৫	০১/১২/২০১৬ খ্রি. হতে ২৮/০২/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত।
২.	রূপালী ব্যাংক লিঃ, পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।	২০১১-২০১৬	০১/০৯/২০১৬ খ্রি. হতে ১০/১০/২০১৬ খ্রি. পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

- মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- ব্যাংকের ঋণ বিতরণ নীতিমালা, বৈদেশিক বিনিময় নীতিমালা, বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সার্কুলার, আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ করা আবশ্যক;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক;
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম : সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান, প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে উপর্যুপরি সিসি হাইপো ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পের উৎপাদন চলমান থাকার পরও কোন টাকা আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১১১,২৩,০০,০০০(একশত এগারো কোটি তেইশ লক্ষ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে ব্যাংকের শিল্পঋণ বিভাগের ঋণের নথি, শাখার সিএল বিবরণী ও মেসার্স জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং এন্ড পেপারস লিঃ এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি হাইপো ঋণ হিসেবে সীমাতিরিক্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান, প্রকল্প ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করে উপর্যুপরি সিসি হাইপো ঋণ সীমা বৃদ্ধি করা এবং প্রকল্পের উৎপাদন চলমান থাকার পরও কোন টাকা আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ১১১,২৩,০০,০০০(একশত এগারো কোটি তেইশ লক্ষ মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা নং-১ এ প্রদর্শিত হলো) ।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের টার্ম লোনের বিপরীতে কোন টাকা পরিশোধ না করার পর এবং সিসি ঋণ হিসাবে প্রতিষ্ঠানের আয়ের টাকা জমা না হওয়ার পরও এবং টার্নওভার ৩ গুণের পরিবর্তে ০.২০ গুণ হওয়ায় ও সীমাতিরিক্ত দায় আদায় ব্যতিরেকে উপর্যুপরি ঋণসীমা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে উত্তোলন সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের সম্পূর্ণ অনাদায়ি হিসাবে চিহ্নিত ১১১,২৩,০০,০০০ টাকা।
- প্রাইম ব্যাংক, মতিঝিল শাখার গ্রাহককে রূপালী ব্যাংক, স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকার সুপারিশের প্রেক্ষিতে শিল্পঋণ বিভাগের ২৯-১০-২০০৯ তারিখের পত্র নম্বর এইচও/আইসিডি/১২৬ এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি বিষয়ক চেক, ডিডি, জমার বিবরণী প্রভৃতি প্রিন্টিং কাজের জন্য ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ ৭ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মেয়াদি ঋণ বাবদ ৮৬৭.৩৫ লক্ষ টাকা ও চলতি মূলধন বাবদ ১৪৫০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসর মেয়াদে ঋণ মঞ্জুর করা হয় ও স্থানীয় কার্যালয় শাখা কর্তৃক যথারীতি ঋণ বিতরণ করা হয়। কিন্তু সিসি ঋণ হিসেবে সন্তোষজনক লেনদেন না করার পরও অর্থাৎ ০.১৭ গুণ টার্নওভার অর্জন করা সত্ত্বেও শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে বোর্ড কার্যালয়ের ৩০-৬-২০১০ খ্রি. তারিখের প্রকা/পপস/৫৯৭/১০ এর সিসি হাইপো ঋণ সীমা ৩৪৫০.০০ লক্ষ টাকা এক বৎসর মেয়াদে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঋণ অনুমোদনের পূর্বেই শাখা হতে সীমাতিরিক্ত ৩৫৬.৭৮ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা পরিচালনা পর্ষদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- একইভাবে প্রকল্প ঋণের ২ টি কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঋণের নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না করে এবং সিসি হাইপো ঋণ হিসেবে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ কোন টাকা জমা না হওয়ার পরও পুনরায় শিল্প ঋণ বিভাগের ১০-১১-২০১০ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর- প্রকা/শিঋবি/১৬২ এর মাধ্যমে সিসি হাইপো ঋণ সীমা ৩৪৫০.০০ লক্ষ হতে ৪৯৫০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত করা হয়েছে।
- সিসি হাইপো ঋণের লেনদেনের বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ঋণ হিসাবে গ্রাহক লেনদেন না করা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ১১-৫-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত লিমিট অতিরিক্ত ৭৫৪৫.৯০-৪৯৫০.০০=২৫৯৫.৯০ লক্ষ টাকা উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- সিসি হাইপো ঋণের মেয়াদ ৩০-৬-২০১১ খ্রি. তারিখে উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ০১-০৭-২০১১ খ্রি. হতে ১১-৫-২০১২ খ্রি. পর্যন্ত সিসি হাইপো: ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত উত্তোলন সুবিধা প্রদান করেছে। অথচ ১২-৫-২০১২ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত টার্ম লোনের ৮ টি কিস্তি আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মেয়াদি ঋণের ১ টি কিস্তির টাকাও শাখা কর্তৃক আদায় না করে উপর্যুপরি উত্তোলন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা ব্যাংকের অর্থ তছরূপের সামিল।
- শিল্পঋণ বিভাগ কর্তৃক ১৪-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/১২৫ অনুসারে ঋণের মেয়াদ এক বছরের জন্য নবায়ন করা হলেও উহা অকার্যকর হিসেবে গণ্য। কারণ মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুসারে মেয়াদি ঋণের অনাদায়ি কিস্তির টাকা, সিসি হাইপো ঋণের সীমাতিরিক্ত দায় আদায় না করায় এবং ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক লেনদেন না করায় উক্ত নবায়ন অকার্যকর হবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বিনিয়োগকৃত তহবিলের টাকা আদায় নিশ্চিত না করায় নবায়ন আদেশ কার্যকর হয়নি।
- অপরদিকে ব্যাংক গ্যারান্টির টাকা আদায় ব্যতিরেকে গ্যারান্টিপত্র ইস্যু করায় ১০৫.০০ লক্ষ টাকা ফান্ডেড দায়ে পরিণত হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

- মেয়াদি ঋণ বাবদ ৬৮০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হলেও গ্রাহক ঋণের দ্বারা কোন যন্ত্রপাতি আমদানি করেনি। উক্ত ঋণের অর্থ যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে প্রদানের নিয়ম থাকলেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধি-বিধান ভঙ্গ করে গ্রাহকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- ৩১-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মেয়াদি ঋণের একটি কিস্তির টাকাও আদায় হয়নি।
- বোর্ড সচিবালয় এর ১৬-৭-২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্র নং-১৪ অনুসারে ঋণের অনাদায়ী টাকা মেয়াদি ঋণে পরিণত করা হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালনা পর্ষদের উক্ত সিদ্ধান্ত সরাসরি নাকচ করে দেয়। আলোচ্য অনিয়মের বা ব্যাংকের অর্থ তছরূপের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ঋণ নবায়ন করার পরেও কিস্তির অর্থ আদায় না হওয়া।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহকের ঋণ হিসাবটি বর্তমানে ক্ষতিজনক মানে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। শাখার অনুমোদন ব্যতিরেকে সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় শাখা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক চার্জশিট করা হয়েছে। ২০১৬ সনে ২.১০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান তার জবাবে ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকরণ এবং ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে চার্জশীট করা হয়েছে বলা হলেও প্রায় ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এ বিষয়ে সর্বশেষ কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম : খেলাপি ঋণগ্রহীতাকে ব্যাংকের বিধি-বিধান ভঙ্গ করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও পিসি ঋণ প্রদান এবং ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৫৯,২০,০৭,০০০ (টাকা উনষাট কোটি বিশ লক্ষ সাত হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ বিভাগের ঋণের নথি ও গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর সিএল বিবরণী ও ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, খেলাপি ঋণগ্রহীতা মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়্যার লিঃ কে ব্যাংকের বিধি-বিধান ভঙ্গ করে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি না করা সত্ত্বেও পিসি ঋণ প্রদান এবং ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের ৫৯,২০,০৭,০০০ (টাকা উনষাট কোটি বিশ লক্ষ সাত হাজার মাত্র) টাকা অনাদায়ি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা নং-২ এ প্রদর্শিত হল)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- রূপালী ব্যাংক লিঃ এর আর্থিক ক্ষমতা বিধি-২০১২ অনুসারে শাখার নতুন গ্রাহকের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনসহ ঋণ প্রদান করা যাবে না। কিন্তু গ্রাহক মেসার্স নাসরিন জামান নীট ওয়্যার লিঃ এর মালিক জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন শাখা এর মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম সম্পাদন সত্ত্বেও হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ না করেই শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ২২-১২-২০১৩ খ্রিঃ হতে ১৪-০৯-২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে ৩০.০০ কোটি টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক লিঃ, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ শাখা, ঢাকাতে একই গ্রাহকের অন্য একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স নাসরিন নীট ওয়্যার লিঃ এর নামে ৭০৪.২৮ লক্ষ টাকার খেলাপি ঋণ রয়েছে। উক্ত দায় আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালতে মামলা চলমান থাকা অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলাসহ পিসি ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে যা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭-কক ধারার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- রপ্তানি না করা সত্ত্বেও ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ১৯-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৩৫২.০১ লক্ষ টাকা পিসি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- রপ্তানি মূল্যের ৭০% এর বেশী ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন, রপ্তানি না হওয়া সত্ত্বেও উপর্যুপরি ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও একসেপ্টেন্স প্রদান, ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের পূর্বেই পিসি ঋণ প্রদানের বিষয়ে যাচাই না করে তা অনুমোদন প্রদান করায় প্রমাণিত হয় যে, দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উক্ত অনিয়মকে নিয়মিত করার জন্য ঋণ মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের স্বার্থ দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে।
- শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও এবং জাহাজীকরণের মূল ডকুমেন্ট গ্রহণ না করেই ১১৬৫.১২ লক্ষ টাকার ১৩টি রপ্তানি বিল ক্রয় করে ব্যাক টু ব্যাক এলসির দায় সমন্বয় করা হয়েছে।
- রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসন না হওয়া সত্ত্বেও নগদ সহায়তা বাবদ ৩১.১৪ লক্ষ টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে যা নগদ সহায়তা প্রদান নীতিমালার পরিপন্থি ও গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- শাখায় স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক এর মালামাল রপ্তানি না করায় ও পিসি ঋণের দায় সমন্বয় না করা সত্ত্বেও প্রকল্পের যন্ত্রপাতি আমদানি বাবদ ২৫% মার্জিনে ১৮-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখে ২৩,৬৮,০০০ মার্কিন ডলারের ডেফার্ড এলসি নং-০২৯০১৪০২০০১ স্থাপন করা হয়েছে। জনতা ব্যাংক লিঃ ও সোনালী ব্যাংক লিঃ এ বিপুল পরিমাণ টাকা খেলাপি থাকা সত্ত্বেও ১০০% মার্জিন না নিয়ে উক্ত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম। গ্রাহক কর্তৃক অঙ্গীকার মোতাবেক ডেফার্ড এলসি দায় পরিশোধ না করায় ০১-১০-২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৫,৪৯,৩৬,৫১০ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- ডেফার্ড এলসি স্থাপনের ক্ষেত্রে ৪৬১.১৭ লক্ষ টাকা ২৫% মার্জিনের পরিবর্তে ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা জমা নিয়ে অর্থাৎ, ১৩১.১৭ লক্ষ টাকা কম জমা নিয়ে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করে গ্রাহককে বিধি বহির্ভূতভাবে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। স্থাপিত ব্যাক টু ব্যাক এর একসেপ্টেন্স প্রদানের পূর্বে আমদানিকৃত মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ডকুমেন্ট কম্পিউটরের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে এবং মালামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর এর চালানের কপি না থাকায় ভুয়া ডকুমেন্টের বিপরীতে শাখা হতে একসেপ্টেন্স প্রদান করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।
- যে প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির যন্ত্রপাতি ও জমি জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন শাখায় মর্টগেজ থাকা সত্ত্বেও উক্ত শাখা হতে অনুমতি গ্রহণ করা হয়নি।
- ঋণের বিপরীতে বন্ধককৃত সম্পত্তির মালিকানার সঠিকতা যাচাই না করেই শাখা ব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয় হতে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করায় সকল কর্তৃপক্ষই উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী হওয়া সত্ত্বেও কোন আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি।

- স্টকলটকৃত মালামালের অবস্থা যাচাই না করে ব্যাংক কর্তৃক একোমোডেশন বিল প্রস্তুত করে ব্যাংক তহবিল হতে উক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- ডেফার্ড এলসির মাধ্যমে আমদানিকৃত ৯০ টি বুনন মেশিন যার মূল্য ১.৯০ কোটি টাকা, কারখানা পরিদর্শনের সময় উক্ত মেশিনগুলো পাওয়া যায়নি। গ্রাহক কর্তৃক মেশিনগুলো সরিয়ে ফেলায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- নির্মাণাধীন প্রকল্পের পিসিআর ইস্যু না করা সত্ত্বেও ২০.০০ কোটি টাকার ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের অনুমোদন করা ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ নীতিমালার পরিপন্থি।
- এফডিআর এর জমাকৃত টাকা এবং ভুয়া এফবিপি বিল ক্রয় করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে স্থানান্তর করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- খেলাপি ঋণগ্রহীতার অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করে পিসি ঋণ প্রদান করা।
- খেলাপি থাকা সত্ত্বেও ১০০% মার্জিন না নিয়ে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ২৫/০৮/২০১৪ তারিখের পরিচালনা পর্ষদের ৯৪৫ তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে এবং অনুমোদন পত্রের শর্তাবলি পরিপালন স্বাপেক্ষে ব্যাক টু ব্যাক এলসি, পিসি ও ডেফার্ড এলসি স্থাপনের জন্য শর্ত দেওয়া হয়। কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক অনিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধা প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপককে বরখাস্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়া শাখা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ব্যাক টু ব্যাক সহ পিসি ঋণ প্রদানের সুবিধা প্রদান করেছে। প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ না করে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা এবং বন্ধকি সম্পত্তির মূল দলিলাদি যাচাই না করে ঋণ সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম : অন্য ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় গ্রহণ, মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ঋণ মঞ্জুর, অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিয়ে ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৮৮,৫৬,৮২,৯৩৬ (আটাশি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত ছত্রিশ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের নথি ও স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা-এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, অন্য ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় গ্রহণ, মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ঋণ মঞ্জুর, অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নিয়ে ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি ৮৮,৫৬,৮২,৯৩৬ (আটাশি কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বিরাশি হাজার নয়শত ছত্রিশ মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা নং-৩ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের ০৯/০৯/২০১০ খ্রি. তারিখের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/১১৬ অনুযায়ী মেসার্স এ,বি,এস গার্মেন্টস লিঃ এর অনুকূলে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ বাবদ ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা, বিএমআরই প্রকল্প মেয়াদি ঋণ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা (আইডিসিপি ২১০.০০ লক্ষ টাকা সহ), ঋণপত্র ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩৫.০০ লক্ষ টাকা প্যাকিং ক্রেডিট অনুমোদনপূর্বক স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা কর্তৃক ২৭/১২/১০ খ্রি. তারিখ হতে বিতরণ শুরু করা হয়।
- গ্রাহকের ঋণের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এনসিসি ব্যাংক লিঃ এর মেয়াদোত্তীর্ণ ১৫৬০.৫৭ লক্ষ টাকা দায় ব্যাংক গ্রহণ করে গ্রাহকের অনুকূলে নতুন করে বিএমআরই ঋণসহ অন্যান্য ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নতুন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ ঋণগ্রহীতার প্রতিষ্ঠানে সরেজমিনে যাচাই করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করার নিয়ম থাকলেও তা না করে ব্যাংক পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত টিমের প্রতিবেদন অনুযায়ী ০৫/০৯/১০ খ্রি. তারিখের ৮৩৪ তম পর্ষদ সভায় উক্ত ঋণ অনুমোদন করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের ৮ নং শর্ত মতে সেকশন-V (To meet expenses for Procurement of importable machinery and adjust other Banks Loan.) এর শর্ত পরিপালন না করে বিএমআরই প্রকল্পে মেয়াদি ঋণ বিতরণ করা হয়। মেয়াদি ঋণ হিসাব নং ৬৮০০০০৮৬৫ অনুযায়ী মেশিনারি আমদানির জন্য অনুমোদিত ১০০০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের এলসির অনুকূলে বিতরণ না করে সরাসরি গ্রাহক ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়। ফলে ঋণের টাকা প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়নি। গ্রাহককে শিল্পঋণ বিভাগের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/২০১২/৭৫ তারিখ ১২/০৭/১২ খ্রি. অনুযায়ী নতুন করে ৮০০.০০ লক্ষ টাকা মেয়াদি ঋণ-২ সহ অন্যান্য বর্ধিত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলেও গ্রাহককে ব্যাংকের সহযোগিতায় বিভিন্ন সময় সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে অনুমোদিত ৩০০.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। ব্যাক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৫/০৫/১৫ খ্রি. তারিখে ৬,৪৫,৪৯,০২৬ টাকার ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করা হয়।
- পরবর্তীতে শিল্পঋণ বিভাগের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/২০১৫/০৪ তারিখ ২৮/০১/১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে পূর্বের মেয়াদি ঋণ ১ এর সাথে সিসি (হাইপো) ঋণের সীমাতিরিক্ত স্থিতি, পিসি ও এলটিআর এবং ফোর্সড ঋণকে মেয়াদি ঋণ-২ তে রূপান্তর করে ১ম বারের মত পুনঃতফসিল করা হয়। পুনঃতফসিল সুবিধা গ্রহণ করে নিয়মানুযায়ী ব্যাংক কিস্তি পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।
- গ্রাহকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় এবং ১ম পুনঃতফসিলের নিয়ম পরিপালনে গ্রাহক ব্যর্থ হলেও মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রাহককে নতুন করে ১৬/০৭/১৫ খ্রি. তারিখ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ও ১৭/০৯/১৫ খ্রি. তারিখ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৮০০.০০ লক্ষ টাকার ওডি ঋণ প্রদান করা হয়। বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ লঙ্ঘন করে ১ম পুনঃতফসিলের পর গ্রাহককে নতুন করে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মোট অনাদায়ি ঋণের কম্প্রোমাইজড এমাউন্ট এর ৭.৫% আদায় না করে অনিয়মিতভাবে ওডি ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ঋণ হিসাবসমূহকে শিল্পঋণ বিভাগের ২১/০৭/১৬ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং প্রকা/শিঋবি/২০১৬/৮৬২ অনুযায়ী ২য় বার পুনঃতফসিলের অনুমোদন প্রদান করা হলেও প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট না নেয়ায় উক্ত সুবিধা অকার্যকর হিসেবে গণ্য। ঋণ হিসাবসমূহ মেয়াদোত্তীর্ণ থাকলেও গ্রাহককে শাখা হতে মাস্টার এলসির যথার্থতা এবং গ্রাহকের রপ্তানি সক্ষমতা যাচাই না করে বিভিন্ন সময় ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলার সুযোগ প্রদানে ব্যাংকের দায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,৪৫,৪২০ মাঃ ডঃ (৩,৪৫,৪২০×৭৯ = ২,৭২,৮৮,১৮০ টাকা বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী) মূল্যের ২৬টি এলসির একসেপ্টেন্স প্রদান করা হয়েছে যা ফান্ডেড দায় হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

- ঋণগ্রহীতার সিসি (হাইপো) ঋণ হিসাবে গ্রাহকের কোনো টার্নওভার সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। বর্তমানে ৮৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা ফান্ডেড দায় এবং ২৭৩.০০ লক্ষ টাকা নন ফান্ডেড দায় কভার করে সহায়ক জামানত নেয়ার নিয়ম থাকলেও তা পরিপালন না করে মাত্র ৩৬৬৫.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত বন্ধকি নেয়া হয়। ফলে গ্রাহকের নিকট ৫৪৬৪.০০ লক্ষ টাকা সহায়ক জামানত কম নেয়া হয় যা ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ করা।
- অন্য ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ঋণ মঞ্জুর করা।
- অপর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করা।
- পুনঃতফসিল করার পরেও শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখার উপমহাব্যবস্থাপক ও ঋণ কর্মকর্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। মেসার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার কর্তৃক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮৪৭.৫০ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অনুসারে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মেয়াদি ঋণসমূহ পুনঃতফসিলসহ অন্যান্য ঋণ নবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে ৩০/০৮/২০১৬ খ্রি. তারিখের আদেশ অনুসারে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মেয়াদি ঋণসমূহ পুনঃতফসিলসহ নবায়নের কথা বলা হলেও প্রদত্ত শর্তসমূহ পরিপালন করা হয়েছে কি না, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। এছাড়া অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে কি না, সে সম্পর্কেও কোনো মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।
- উল্লেখ্য আপত্তিতে বর্ণিত গ্রাহকের ঋণের উপর বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল-এর ২০১৩-২০১৪ সনের অডিট রিপোর্টভুক্ত অনুচ্ছেদ নং-০৩ যা একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২১ মে ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচিত। এ অনুচ্ছেদের বিষয়ে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ-

  যেহেতু ঋণটি পুনঃতফসিলকরণের মাধ্যমে নিয়মিত করা হয়েছে, সেহেতু গ্রাহক যাতে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে সে ব্যাপারে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি বিভাগের কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলে ঋণটির উপর নিয়মিত নজরদারি করবেন। এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ঋণ আদায়ের অগ্রগতি তদারকি করবেন ও নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষকে অগ্রগতি নিয়মিত অবহিত করবেন।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম : মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রকল্পে অর্থ ব্যবহার না করায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও মেয়াদি ঋণের টাকা ছাড়করণ এবং আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৩৫,৭৪,২৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিবরণী এবং স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক আমদানিযোগ্য যন্ত্রপাতি আমদানি না করা সত্ত্বেও এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও ঋণের সমুদয় অর্থ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ী ৩৫,৭৪,২৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা নং-৪ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের ৩০-৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-৮৫ এর মাধ্যমে মেসার্স সোলার পাওয়ার এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিঃ কে মেয়াদি ঋণ ২৮১২.২৬ লক্ষ টাকা ৬ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে প্রাক-অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত প্রাক অনুমোদন অনুসারে ১২৪৩.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫ তলা ভবন ও ২৫৯৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয়ের ৮-৫-২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-১২২ এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি খাতে ১৫২৩.০০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির মধ্যে ৩২০.০০ লক্ষ টাকা লোকাল যন্ত্রপাতি বাদে অবশিষ্ট ১২০৩.০০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য মঞ্জুরি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উহার বিপরীতে মাত্র ৫৯৪.০৯ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে। অবশিষ্ট (১২০৩.০০ - ৫৯৪.০৯) = ৬০৮.৯১ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়নি।
- ভবন নির্মাণ বাবদ বরাদ্দকৃত ১২৪৩.৭৮ লক্ষ টাকার বিপরীতে মাত্র ৪৭৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ফলে এ খাতে কম ব্যয় করা হয়েছে (১২৪৩.৭৮ - ৪৭৮.০০) = ৭৬৫.৭৮ লক্ষ টাকা। ঋণের বিতরণকৃত টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার নিশ্চিত না করায় বর্ণিত টাকা গ্রাহক কর্তৃক অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া সত্ত্বেও সিসি হাইপো ঋণ বাবদ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু ঋণের মেয়াদ ১৬/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে শেষ হয়েছে। ঋণ হিসেবে নিয়মিত লেনদেন না করায় সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে ৬৭.০০ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় সহ ৩১-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩৬৭.০০ লক্ষ টাকা কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- মেয়াদি ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং বিভাগ হতে ১৪৮১.২৭ লক্ষ টাকা ৫% সুদে পুনঃভরণ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত অর্থ কল ব্যাক করা হয়।
- গ্রাহকের টার্ম লোনের ৩০/০৭/২০১২ খ্রি. তারিখের প্রাক-অনুমোদন পত্র নং-HO/ICD/85 পর্যালোচনায় দেখা যায় ঋণটি জামানত সমৃদ্ধকরণের শর্তে এবং ঋণ বিতরণের মাইলস্টোন সেট করে নিম্নবর্ণিত শর্তে ২৮১২.২৬ লক্ষ টাকা (৯২৮৮.৭৫ লক্ষ টাকা আইডিসিপিসহ) ঋণ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

১। হালনাগাদ স্বচ্ছ সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ করতে হবে।
২। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্সি কর্তৃক ক্রেডিট রেটিং করতে হবে।
৩। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে।
৪। ঋণের বিপরীতে প্রস্তাবিত জামানতের ১০০% রেজি: মর্টগেজ সম্পাদন করতে হবে।
৫। প্রকল্প ঋণ ছাড়করণের পূর্বে কমপক্ষে ১৪ ফুট প্রশস্ত স্থায়ী পাকা রাস্তা নিমার্ণ নিশ্চিত করতে হবে।
৬। ঋণপত্র খোলার পূর্বে অবশ্যই Capital Machineries এর মূল্য পুনরায় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।
৭। এছাড়া ঋণের অর্থ ছাড়করণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত ছিল-

(a) বিল্ডিং ও অন্যান্য সিভিল ওয়ার্কস এর জন্য টাকা ১,০০০.০০ লক্ষ
(b) আমদানিতব্য মেশিনারি (স্থাপনসহ) ১,৫২৩.৫১ লক্ষ
মোট=২,৫২৩.৫১ লক্ষ

সিভিল কনস্ট্রাকশন এর জন্য নির্ধারিত টাকা পাঁচটি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। প্রতি কিস্তিতে ২০০.০০ লক্ষ টাকা।

I. সম্পূর্ণ সিভিল ওয়ার্কের ২০% সম্পন্ন হওয়ার পর
II. বন্ধকি সম্পত্তির মর্টগেজ দলিল সম্পাদনের কাজ সম্পন্নকরণ এবং
III. ভূমি উন্নয়নের কাজ সম্পাদনের পর ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করতে হবে।

অনুরূপ সম্পূর্ণ সিভিল ওয়ার্কের ৪০% কাজ সম্পাদনের পর ২য় কিস্তি, ৬০% কাজ সম্পাদনের পর ৩য় কিস্তি, ৮০% কাজ সম্পাদনের পর ৪র্থ কিস্তি এবং ১০০% কাজ সম্পাদনের পর ৫ম কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে এবং প্রত্যেক কিস্তি ছাড়ের পূর্বে ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক অথবা ব্যাংকের ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক কার্য সম্পাদনের বিষয়ে যাচাইপূর্বক পরিদর্শন প্রতিবেদন দেওয়ার পরই শাখা ব্যবস্থাপক পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ পরিপালন করা হয়নি।

- আলোচ্য ঋণের বিপরীতে মাত্র ৬০০.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত বন্ধক থাকায় জামানত ঘাটতি রয়েছে (২৮২৩.৫১ - ৬০০.০০)= ২২২৩.৫১ লক্ষ টাকা।

- প্রকল্প ঋণের মঞ্জুরিকৃত ২৫২৩.৫১ লক্ষ টাকা হতে আইডিসিপি বাবদ ২৮৮.৭৫ লক্ষ কর্তন না করেই সম্পূর্ণ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের উক্ত টাকা আদায় অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন মোতাবেক উক্ত টাকা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্প ঋণের বিপরীতে জামানত রয়েছে ২৬.০৩ কোটি টাকা এবং সিসি হাইপো ঋণের বিপরীতে জামানত রয়েছে ৭.৫৬ কোটি টাকা। গ্রাহককে ঋণের দায় পরিশোধের জন্য তাগাদা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- যে সকল অনিয়ম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃভরণকৃত টাকা ফেরত নেওয়ায় প্রকল্পটিতে কোন উৎপাদন কার্যক্রম নেই।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম : সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে মেয়াদি ঋণ বিতরণ, বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১৬,১২,৭৭,০০০ (ষোল কোটি বার লক্ষ সাতাত্তর হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখার সিএল বিবরণী, সাধারণ ঋণ ও এসএমই শাখার নথিপত্র এবং মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স বিসমিল্লাহ মেরিন সার্ভিস এর নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সহায়ক জামানতবিহীন ঋণ প্রদান ও মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে মেয়াদী ঋণ বিতরণ, বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাওয়া সত্ত্বেও ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ১৬,১২,৭৭,০০০ (ষোলো কোটি বারো লক্ষ সাতাত্তর হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ঙ, পৃষ্ঠা নং-৫ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের পত্র নং -পকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৩/২৭৫ তারিখ ০৪/০৭/১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে এসএমই অর্থায়নের অধীনে ৪১ মিটার মিডওয়াটার ফিশিং ট্রলার নির্মাণের জন্য মেসার্স বিসমিল্লাহ মেরিন সার্ভিসকে মেয়াদি ঋণ ১১,৬৮,৬৭,০০০ টাকা এবং IDCP(Interest During Construction Period) ঋণ ৮৭,৬৫,০০০ টাকাসহ সর্বমোট (১১,৬৮,৬৭,০০০+৮৭,৬৫,০০০)= ১২,৫৬,৩২,০০০ টাকা ঋণের প্রাক-অনুমোদন দেয়া হয়।
- প্রাক অনুমোদন পত্রের ক্রমিক নং ০৭ ও ২৬(০৩) নং শর্তানুযায়ী মঞ্জুরিকৃত ঋণের ৫০% সমমূল্যের সহায়ক জামানত নেয়ার শর্ত প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে সূত্র নং প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৩/৩২৩ তারিখ ২৪/০৮/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক সহায়ক জামানতবিহীনভাবে বর্ণিত ঋণ বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়। পরবর্তীতে সূত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৫১৬ তারিখ ২৪/১২/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী বর্ণিত ঋণ অনুমোদনপূর্বক ২৬/১২/২০১৩ খ্রি. তারিখে বিতরণ করা হয়। গ্রাহককে জামানত ব্যতিরেকে ঋণ অনুমোদন করা হয়, যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থি।
- প্রাক-অনুমোদন পত্রে ১ম কিস্তিতে ২৫%, ২য় কিস্তিতে ২৫%, ৩য় কিস্তিতে ২৫% ও শেষ কিস্তিতে ২৫% ছাড়ের অনুমোদন দেয়া হলেও তা শিথিলপূর্বক যথাক্রমে ৩০%, ৪০%, ২০% ও ১০% হারে বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়। এতদ্সত্ত্বেও সর্বশেষ মঞ্জুরির শর্তানুযায়ী (প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৩/৩২৩ তাং ২০/০৮/১৩ ও নং ৫১৬ তারিখ ২৪/১২/১৩ খ্রি.) মেয়াদি ঋণের ১ম কিস্তি ৩০% হারে ৩৫০.৬০ লক্ষ টাকা প্রদানের নিয়ম থাকলেও তা লঙ্ঘন করে শাখা কর্তৃক ২৬/১২/১৩ খ্রি. তারিখে ৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। ফলে ১ম কিস্তি বাবদ ব্যাংক হতে (৬০০-৩৫০.৬০) লক্ষ = ২৪৯.৪০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়, যা মঞ্জুরিপত্রের শর্তের পরিপন্থি।
- শাখার ১৫/১০/১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন রিপোর্টে Final Painting সমাপ্ত হয়নি ও ট্রলারের ইঞ্জিন, জেনারেটর ট্রায়াল কন্ডিশনে রয়েছে উল্লেখ করা হলেও শাখা কর্তৃক ট্রলারের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ার আগে এবং মঞ্জুরিপত্রের ২১(২) নং শর্ত মোতাবেক Certificate of Survey from BIWTA শাখায় প্রদান না করা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সর্বশেষ কিস্তি বিতরণ করা হয়।
- মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ২৪/১২/১৪ খ্রি. তারিখে FV 'JAS FISHER' ট্রলারটিকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও উক্ত তারিখের পরিদর্শন রিপোর্টে ট্রলারটির কার্যক্রম সন্তোষজনক উল্লেখ করা সত্ত্বেও গ্রাহক ১৩/১২/১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/১২/১৪ খ্রিঃ তারিখের সী ট্রায়ালে ট্রলারের সমস্যার কথা উল্লেখপূর্বক ঋণের নির্মাণ মেয়াদ ৭ মাস বৃদ্ধিসহ ঋণের মেয়াদ ৫ বছরের পরিবর্তে ৭ বছর করার জন্য আবেদন করেন।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ৮/২০১২ অনুসারে টার্ম লোনের কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ ২৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ আদেশ অনুসারে আলোচ্য ঋণের কিস্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩০-০৬-২-১৬ খ্রি. পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে। ০১-০৭-২০১৬ খ্রি. হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৬ টি কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও এবং ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ভঙ্গ করে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত কিস্তি পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে বিধি বহির্ভূতভাবে ঋণটি নিয়মিত রাখা হয়েছে এবং ঋণ সময়কালের সুদ আয় খাতে অন্তর্ভুক্ত করাও বিধিসম্মত নয়।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- সহায়ক জামানত বন্ধক না রাখা।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং- ৮/২০১২ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ প্রাক-অনুমোদন পত্রে ৫০% সহায়ক জামানত মর্টগেজ নেয়ার শর্ত থাকলেও ৩০-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ৯১৬ তম পর্ষদ সভায় জামানতবিহীনভাবে টার্ম লোন মঞ্জুর করা হয়েছে। এছাড়াও ঋণ পরিশোধের মেয়াদ মোট সময়ের ২৫% এর বেশি বৃদ্ধি করে নিয়মিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব বিধিসম্মত নয়। কারণ ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি অনুসারে জামানতবিহীনভাবে টার্ম লোন মঞ্জুরি প্রদান ও বিতরণের কোন সুযোগ নেই। এছাড়াও ঋণের মোট মেয়াদের ২৫% এর বেশি সময় বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম : রপ্তানি ব্যবসার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং গ্রাহক ও দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ২,১৬,৯২,০০০ (দুই কোটি ষোলো লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগের নথি ও গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা-এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, রপ্তানি ব্যবসার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহককে ঋণ সুবিধা প্রদান এবং গ্রাহক ও দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদান করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ২,১৬,৯২,০০০ (দুই কোটি ষোলো লক্ষ বিরানব্বই হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-চ, পৃষ্ঠা নং-৬ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- সিআইবি রিপোর্টে খেলাপি দায় থাকা অবস্থায় রূপালী ব্যাংক লিঃ, গুলশান কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতাবলে পত্র নং গুলকর্পোঢা/উমজ/ঋণ/২০১৪/০২ তারিখ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রি. অনুযায়ী এসএমই ঋণের আওতায় (নারী উদ্যোক্তা) মেসার্স মান ফ্যাশন এর অনুকূলে ২০.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদন পূর্বক বিতরণ করা হয়। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের ইস্তেহার নং-প্রকা/এসএমই/নির্দেশ/০১ তারিখ ০৯/০৭/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী মহিলা উদ্যোক্তাদের সর্বোচ্চ সিলিং ১০.০০ লক্ষ টাকা হলেও শাখা ব্যবস্থাপক তার ক্ষমতা অতিরিক্ত ১০.০০ লক্ষ টাকা বেশি অনুমোদন প্রদান করেন এবং উক্ত মঞ্জুরিপত্রে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উক্ত ঋণের মেয়াদ ১ বছরের পরিবর্তে ২ বছর উল্লেখ করা হয়।
- ০৬/০৮/১৪ খ্রি. তারিখের সিআইবি প্রতিবেদনে গ্রাহকের খেলাপি দায় থাকা অবস্থায় এবং রপ্তানি, আমদানি ব্যবসার লাইসেন্স, বিজিএমইএ/বিকেএমইএ/চেম্বার অব কমার্স এর মেম্বারশিপ সনদ, পরিবেশ অধিদপ্তর ও ফায়ার সার্ভিস সনদ না থাকা সত্ত্বেও প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগ কর্তৃক সূত্র নং-প্রকা/বৈবাঋঅবি/২০১৪/৭১১ তারিখঃ ২৪/০৮/১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে মেসার্স মান ফ্যাশন এর অনুকূলে রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ১.০০ কোটি টাকা ব্যাক টু ব্যাক, ৩০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) এবং রপ্তানি ঋণপত্রের এফওবি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে পিসি ঋণের সুবিধা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়।
- গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পুনঃতফসিলকৃত ও সিআইবিতে খেলাপি ঋণ দায় থাকা অবস্থায় ও ২৪/০৭/১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ পাওয়া যায় উল্লেখ করা হলেও স্বভাবজাত খেলাপি প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ প্রদানের জন্য শাখা ব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপক, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা উত্তরসহ প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগের সকল কর্মকর্তাসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে উক্ত ঋণ বিতরণ ও অনুমোদন প্রদানের মাধ্যমে আলোচ্য ক্ষতি সংঘটিত হয়েছে।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭-কক ধারা অনুসারে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে না। অথচ এক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।
- গ্রাহক রপ্তানি ঋণপত্র নং IMP00315273 তারিখ: ২৬/০৯/১৪ খ্রি. ও L574924 তারিখ: ১৪/১০/১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে Bill of Lading প্রস্তুত করে এফবিপি সুবিধা ভোগ করায় ব্যাংকের ৪০.০৩ লক্ষ ও ৬৩.৪১ লক্ষ টাকা নীট দায় সৃষ্টি হয়। একইভাবে রপ্তানি ঋণপত্র নং N10099108 তারিখ: ০৮/১২/১৪ খ্রি. ও L081932 তারিখ: ০২/০১/১৫ খ্রি. অনুযায়ী কোন রপ্তানি ব্যতিরেকে প্যাকিং ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ৩,৮৩,০৮২.৫ মাঃ ডঃ মূল্যের রপ্তানি প্রত্যাবাসিত হয়নি এবং ব্যাংকের ১২২.২০ লক্ষ ও ৬০.৫১ লক্ষ টাকা নিট দায় সৃষ্টি হয়। এছাড়া ১,৯৩,৮৪২.৯৬ মাঃ ডঃ মূল্যের ৬ টি বিল জাল জালিয়াতির মাধ্যমে শাখায় জমা করেন।
- ২২/০৭/১৫ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে ৫টি মেয়াদোত্তীর্ণ বিলের মূল্য বাবদ ৯৯.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং অবশিষ্ট ০৭টি মেয়াদোত্তীর্ণ নন-ফান্ডেড (এলসি) Liability Reverse করা হয়। অথচ গ্রাহকের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিয়ে গ্রাহকের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করা হয়েছে।
- যেহেতু গ্রাহক স্বভাবজাত খেলাপি তাই বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগের সূত্র নং-প্রকা/বৈবাঋআবি /২০১৬/২৩৫ তারিখঃ ২৩/০৮/১৬ খ্রি. অনুযায়ী গ্রাহকের ঋণ বিশেষ বিবেচনায় ৯ মাস মেয়াদে পুনঃতফসিল সুবিধা দেয়া বিআরপিডি সার্কুলার ১৫/২০১২ পরিপন্থি। এছাড়া রপ্তানি বিল প্রত্যাবাসিত না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে বিশেষ বিবেচনায় ৫.০৫% ডাউনপেমেন্ট নিয়ে সূত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(চ)/২০১৬-৫৬৭৭ তারিখ ২১/০৮/১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনাপত্তি প্রদান ঋণ নিয়মাচার পরিপন্থি।

- গ্রাহকের জামানত সম্পত্তি ৬ শতাংশ জমির মূল্য ১১/০৪/১০ খ্রি. তারিখের মৌজা রেট ১.৯০ লক্ষ টাকা হলেও শাখা কর্তৃক অতিমূল্যায়িত করে ২৮.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া অপর ৩৩.০০ শতাংশ জমির মূল্য অতি মূল্যায়িত করে এমসিএল (Maximum Credit Limit) ১১৮.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন করা হলেও উক্ত সহায়ক জামানত মূল ঋণের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুনঃতফসিল করার পরও শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা।
- রপ্তানি ব্যবসার লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান করা।
- সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ব্যাংকের প্রচলিত নিয়মাচার পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন প্রকার প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে পুনঃতফসিল করা হয়েছে। তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ব্যাংকের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, গ্রাহক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন প্রকার প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎ করার কথা বলা হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপককে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন প্রমাণক প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সর্বশেষ অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম : ঋণগ্রহীতার সঠিক তথ্য গোপন করে জামানতবিহীন সিসি হাইপো ঋণ প্রদান এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর পুনরায় ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ী টাকা ৮৪,৪১,৩২৪ (টাকা চুরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশত চব্বিশ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা ও ইসলামপুর রোড শাখা, ফেনী এর সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহক নিউ শতাব্দী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর এর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে, সঠিক তথ্য গোপন করে জামানতবিহীন সিসি হাইপো ঋণ প্রদান এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের পর পুনরায় ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৮৪,৪১,৩২৪ (চুরাশি লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশত চব্বিশ মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ছ, পৃষ্ঠা নং-৭ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে রেডিমেট গার্মেন্টস সামগ্রী ও ক্রোকারিজ সামগ্রী এর পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিউ শতাব্দী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, (ঠিকানা-ফেনী প্লাজা, ট্রাংক রোড, ফেনী) কে শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা হতে ১৪-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখে এক বছর মেয়াদে ৮০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা যে ছয় শতক জমি ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক প্রদান করেন সে সম্পত্তির বণ্টন নামা দলিলে ঋণ গ্রহীতার নামে মালিকানা চিহ্নিত করা হয়নি। যেহেতু ০৯-০৬-২০১৩ খ্রি. তারিখে বণ্টন নামা দলিলে গ্রাহকের নামে বণ্টিত সম্পত্তির মালিকানা সৃষ্টি হয়নি, সেহেতু ঋণের বিপরীতে ১৩-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত বন্ধকি দলিল মূল্যহীন।
- প্রধান কার্যালয়ের ১৭-০৭-১৯৯৩ খ্রি. তারিখের প্রকা/আইন/০১ নম্বর ইস্তেহারে মূল দলিল ব্যতীত কোন ঋণ বিতরণ করা যাবেনা মর্মে নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও ঋণের সঠিক ডকুমেন্টেশন না করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ঋণগ্রহীতার সঠিক তথ্য গোপন করে জামানতবিহীন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৪-০৭-২০১৬ খ্রি. তারিখে ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পর ৬১,৩৩,৫৮৭ টাকা দায় থাকা অবস্থায় পুনরায় ২৯-০৯-২০১৬ খ্রি. তারিখ ১৮,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়। এক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের (আড়াই মাস) পর ঋণ বিতরণ করা ব্যাংক নীতিমালার পরিপন্থি।
- গ্রাহকের আদৌ কোন ব্যবসা রয়েছে কি না সে সংক্রান্ত কোনো তথ্য (স্টক রিপোর্ট, ক্রয়-বিক্রয় ও আয়-ব্যয় হিসাব) নথিপত্রে পাওয়া যায়নি। সুতরাং গ্রাহক সংশ্লিষ্ট অনাদায়ি দায়ের বিপরীতে কোন জামানত না থাকায় এবং বর্তমানে ঋণ হিসাবে কোন টাকা জমা না করায় ঋণের উক্ত টাকা ক্ষতিতে পরিণত।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায়।
- জামানতবিহীন সিসি হাইপো ঋণ প্রদান করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখার প্রাক্তন ব্যবস্থাপক জনাব এরশাদ উল্লাহ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। নতুনভাবে জামানত নিয়ে ঋণের জামানত বৃদ্ধিসহ আদায়ের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থানীয় অফিসের জবাবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করা হলেও প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সপক্ষে কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম : ত্রুটিপূর্ণ দলিলকে সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক নিয়ে ও জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি হাইপো হিসাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করায় এবং স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৪,৫৮,৪১,০০০ (চার কোটি আটান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখার সিএল বিবরণী, সাধারণ ঋণ ও এসএমই শাখার নথিপত্র এবং স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ভার্ডন এ্যাপারেলস লিমিটেড এর নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ত্রুটিপূর্ণ দলিলকে সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক নিয়ে ও জামানতের অতিমূল্যায়ন করে সিসি হাইপো হিসাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করায় এবং স্থানীয় ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন ও ফোর্সড লোন সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৪,৫৮,৪১,০০০ (চার কোটি আটান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-জ, পৃষ্ঠা নং-৮ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা এর ব্যবস্থাপকের নিজস্ব ক্ষমতাবলে সূত্র নং-এলওডি/ঋণ/২০১৪/১৯২৭ তারিখঃ ১৯/০৭/১৪ খ্রি. এর মাধ্যমে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যাক টু ব্যাক এলসি, রপ্তানি ঋণপত্রের ১০% পিসি সুবিধা এবং ৯৫.০০ লক্ষ টাকার সিসি (হাইপো) ঋণ মেসার্স ভার্ডন এ্যাপারেলস লিমিটেড এর অনুকূলে ১ বছর মেয়াদে অনুমোদন পূর্বক বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের ১০(১৪) নং শর্ত লঙ্ঘন করে বিকেএমই/বিজেএমই এর মেম্বারশিপ সনদ, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ নতুন প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। শাখা হতে বগুড়া মৌজা-আলেকান্দা, বরিশালে জনাব এসএম আতিকুর রহমান নামীয় ৫ শতাংশ জমিকে ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা ও তদস্থিত ২ তলা বাড়িকে ৫৫ লক্ষ টাকা মূল্যায়নপূর্বক সর্বমোট ১৯০.০০ লক্ষ টাকা মূল্যায়ন পূর্বক অর্থাৎ ঋণ সুবিধার বিপরীতে অপর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ করে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। তাছাড়া দলিল নং ৩১১৪ তারিখঃ ২৪/০৫/৯৮ খ্রি. এর মাধ্যমে জামিনদার ৫ শতাংশ জমি মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকায় ক্রয় করলেও মাত্র ১৬ বছরে উক্ত জমিকে শাখা কর্তৃক ১৩৫ গুন বেশি মূল্যায়ন করে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়।
- গ্রাহকের অনুকূলে ২২/০৭/১৪ খ্রি. তারিখে সিসি হাইপো ঋণ বিতরণের মাত্র ২১ দিনের মধ্যে অনিয়মিতভাবে সীমাতিরিক্ত ঋণের সুবিধা প্রদান করা হয়। ৬৪.৯৯ লক্ষ টাকা সীমাতিরিক্ত ঋণ থাকা অবস্থায় এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৩/১১/১৫ খ্রিঃ তারিখে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টি করা হলেও প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ হতে সূত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৫/৫২১ তারিখ: ২৫/১১/১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনুকূলে ৩ কোটি (নবায়ন ০.৯৫ কোটি ও বৃদ্ধি ২.০৫ কোটি) টাকার সিসি হাইপো, ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রসীমা ৫.০ কোটি (নবায়ন ৩ কোটি ও বৃদ্ধি ২ কোটি) টাকা ১৫/০৭/১৬ খ্রি. তারিখ মেয়াদে অনুমোদন প্রদান করা হয়, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- আলোচ্য ঋণের বিপরীতে ভালুকা, ময়মনসিংহের মেদুয়ারী মৌজায় জনাব হারাধন মন্ডল নামীয় ৬২৪.০০ শতাংশ জমিকে ২৫/১১/১৫ খ্রি তারিখে ঋণ অনুমোদনের ১ মাস ৭ দিন পরে অর্থাৎ ০৩/০১/১৬ খ্রি. তারিখে ৩৯৯.৩৬ লক্ষ টাকা তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য দেখিয়ে শাখা হতে বন্ধক নেয়া হয়। উক্ত বন্ধকি দলিল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ৫২ ধারামতে রশিদ বইয়ে সাব-রেজিস্টার এর স্বাক্ষর ও বন্ধকি দলিলে সাব-রেজিস্টারের স্বাক্ষর মিল নেই এবং বন্ধকি দলিলে ব্যাংকের কোন কর্মকর্তার উপস্থিতিবিহীন উক্ত বন্ধকি নেয়া হয়েছে। খতিয়ান সমূহের অবিকল নকল কপি প্রদান করা হয়েছে কিন্তু মূল খতিয়ান ও নামজারি কপি নেই। শাখা কর্তৃক উক্ত জমির দলিল ভূমি অফিস ও রেজিস্ট্রি অফিসে যাচাই না করে ত্রুটিপূর্ণ দলিলের উপর মর্টগেজ নেয়া হয়েছে ।
- এছাড়া গ্রাহকের কোন ইআরসি ও বিজিএমইএ/বিকেএমই মেম্বারশীপ না থাকা সত্ত্বেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করায় এবং গ্রাহকের রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৪/১১/১৫ খ্রিঃ তারিখে একসেপটেন্স এলসির বিপরীতে ৬১,২৩,২৬৮ টাকার এবং ২৩/০৩/১৬ খ্রিঃ তারিখে ৩টি এলসির একসেপটেন্স এর বিপরীতে ৯৯,৫৬,৬০৭ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে ২টি ফোর্সড লোনের বিপরীতে (৩২,৬৮,০০০+৯৬,৮১,০০০)= ১,২৯,৪৯,০০০ টাকা অনাদায়ি আছে।
- ২টি ফোর্সড লোনের বিপরীতে ১,২৯,৪৯,০০০ টাকা ও সিসি হাইপো ঋণের ৩,২৮,৯২,০০০ টাকাসহ আপত্তিতে সর্বমোট (১,২৯,৪৯,০০০ +৩,২৮,৯২,০০০)= ৪,৫৮,৪১,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ত্রুটিপূর্ণ দলিলকে সহায়ক জামানত হিসেবে বন্ধক নিয়ে, জামানতের অতি মূল্যায়ন এবং সিসি হাইপো হিসাবে সীমাতিরিক্ত ঋণ মঞ্জুর করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় অনাদায়ের সৃষ্টি হয়েছে।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখা ব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেই ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা হয়েছে। বিকেএমই/বিজেএমইএ এর মেম্বারশিপ সনদ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য গ্রাহককে অবহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- সিসি হাইপো ঋণের সীমাতিরিক্ত ও মেয়াদোত্তীর্ণ দায় এবং ফোর্সড ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায়ের বিষয়ে জবাবে উল্লেখ করা হয়নি। ইআরসি, বিজেএমইএ/বিকেএমই এর সনদ ব্যতিরেকে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপন করা গুরুতর অনিয়ম। তাছাড়া বন্ধকি সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম : শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার ভঙ্গ করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান ও ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না থাকাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ২,৮৩,২২,৮৯৩ (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ বাইশ হাজার আটশত তিরানব্বই মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ও সাধারণ ঋণ বিভাগের নথি ও আর কে রোড শাখা, রংপুর এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ নিয়মাচার ভঙ্গ করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদান ও ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না থাকাসহ মেয়াদোত্তীর্ণ অনাদায়ি থাকায় ব্যাংকের অনাদায়ি ২,৮৩,২২,৮৯৩ (দুই কোটি তিরাশি লক্ষ বাইশ হাজার আটশত তিরানব্বই মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ঝ, পৃষ্ঠা ৯-১০ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পরিশিষ্টের ক্রমিক ১ হতে ৯ এ বর্ণিত মোট ৯টি এসএমই ঋণ শাখা ব্যবস্থাপকের নিজ ক্ষমতাবলে ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি ভঙ্গ করে অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। আবার ক্রমিক ১০ ও ১১ = ২(দুই)টি এসএমই ঋণ বিভাগীয় কার্যালয়ের ডিজিএমের অনুমোদনে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে ৫৫,৯৭,৩৩৪ টাকা অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ক্রমিক ১২ হতে ১৬ = ৫ জন ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা নোটিশ প্রেরণ করা হলেও গ্রাহক তা গ্রহণ করেননি বা পাননি। ফলে ৫টি হদিসহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। আবার ক্রমিক ১,৩,১২ ও ২৩=৪টি ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ জামানতহীন ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ফলে উক্ত ঋণসমূহের অনাদায়ি টাকা আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ এবং ঋণসমূহের স্থিতি ব্যাংকের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
- নতুন কোন সহায়ক জামানত গ্রহণ না করেই ইউনাইটেড হসপিটাল(পরিঃ ক্রম-১৮) কে ৫.০০ লক্ষ টাকা হতে ২১/০৪/১৬ খ্রি. তারিখে বর্ধিত করে ২৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের অনুমোদন দেয়া হয়। একইভাবে সুজন গোধুলী ডেইরী ফার্ম (ক্রমিক-২১) এর বিপরীতে ঋণ কেইসটি বিভিন্ন অসংগতির কারণে জোনাল অফিস হতে ফেরত আসলেও পরবর্তীতে শাখা ব্যবস্থাপক নিজ ক্ষমতাবলে উক্ত ঋণ বিতরণের অনুমোদন প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের ৩০/১২/১৩ খ্রি. তারিখের সূত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৩/৫২৫ অনুযায়ী মেসার্স শতরঞ্জি পল্লী লিঃ কে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ পুনঃতফসিল প্রদান করা হলেও পুনঃতফসিলের পর হতে ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করেনি এবং ঋণ হিসাব বর্তমানে ক্ষতিমানে শ্রেণিকৃত। ঋণ হিসাবটি সম্পূর্ণ সহায়ক জামানত দ্বারা আবৃত নয়।
- পরিশিষ্টে প্রদত্ত ২৪টি ঋণ বিতরণের পর হতে ঋণ হিসাবসমূহে সন্তোষজনক লেনদেন করেননি এবং অধিকাংশ ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ থাকায় ব্যাংকের ২,৮৩,২২,৮৯৩ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ঋণ নিয়ামাচার ভঙ্গ করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান ও ঋণ হিসাবে কোন লেনদেন না থাকা।
- পুনঃতফসিল করার পরও শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নেই, হিসাবে লেনদেন নেই ও সহায়ক জামানত না নিয়ে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ব্যাংকের জবাবে অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের বিষয়টি স্বীকৃত। কিন্তু এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে কি না সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের দীর্ঘ দিন পরও প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত না করে সিলিন্ডার আমদানির নামে ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১৫৫,৭৯,১০,০০০ (টাকা একশত পঞ্চান্ন কোটি ঊনআশি লক্ষ দশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে শিল্পঋণ বিভাগের ঋণ মঞ্জুরির নথি ও বিবরণী এবং স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকার সিএল বিবরণী ও ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার গ্রাহক মেসার্স ইনডেক্স পাওয়ার এন্ড এনার্জি লিঃ কে এলপি গ্যাস বাজারজাতকরণের প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হওয়ায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির জন্য ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ১৫৫,৭৯,১০,০০০ (একশত পঞ্চান্ন কোটি ঊনআশি লক্ষ দশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ঞ, পৃষ্ঠা নং-১১ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- এলপি গ্যাস বাজারজাতকরণের জন্য মংলা পোর্ট সংলগ্ন এলাকায় প্রকল্প স্থাপনের জন্য মেসার্স ইনডেক্স পাওয়ার এন্ড এনার্জি লিঃ কে ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে টার্ম লোন বাবদ ৬৯৩৪.০০ লক্ষ টাকা প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের ২৪-৬-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নম্বর-প্রকা/শিঋবি/২০১২/৬৬ এর মাধ্যমে মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ঋণ ১,৪২৩.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি সহ ৮,৩৫৭.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং ঋণের সমুদয় টাকা বিতরণ করা হয়। ঋণ বিতরণের পর দীর্ঘ ৪ বছর অতিবাহিত হলেও প্রকল্পটি পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যায়নি।
- প্রকল্পটি পরীক্ষামূলক উৎপাদনে না যাওয়া সত্ত্বেও গ্যাস সিলিন্ডার আমদানির জন্য ২৭০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৪৬,৪৭,৭০০ মার্কিন ডলার মূল্যের ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য আদায় নিশ্চিত না করে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ২০-০১-২০১৬ খ্রি. তারিখে ৪০৩৫.০০ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ০৬/০১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ডেফার্ড ঋণপত্র স্থাপনের অনুমোদন পত্রের শর্ত নং-২ ও ৩ অনুযায়ী ডেফার্ড এলসি মূল্যের বিপরীতে ৯৮৬.০০ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত মর্টগেজ করণ সাপেক্ষে এলসি স্থাপনের শর্ত থাকলেও শাখা কর্তৃক উক্ত শর্ত পরিপালন করা হয়নি।
- এছাড়া এলপি গ্যাস ডিলারদের নিকট হতে অদ্যাবধি সিকিউরিটি মানি গ্রহণ করা হয়নি।
- টার্ম লোন ৯৬.১৯ কোটি টাকার বিপরীতে জামানত প্রয়োজন ছিল ১৪৪.২৮ কোটি টাকা। কিন্তু সেখানে জামানত নেওয়া হয়েছে ৯২.২৮ কোটি টাকা। সহায়ক জামানত ঘাটতি রয়েছে ৫২.০০ কোটি টাকা। অপরদিকে ফোর্সড লোনের বিপরীতে কোন জামানত নেওয়া হয়নি। ফলে জামানতে ঘাটতি রয়েছে ৫২.০০ কোটি ও সিলিন্ডারের মূল্য ৪০.০০ কোটি টাকাসহ মোট ৯২.০০ কোটি টাকা।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক বিতরণকৃত ঋণের কিস্তি ঋণ বিতরণের ৬ মাস পর হতে আদায়যোগ্য হলেও অদ্যাবধি ঋণের কোন কিস্তি আদায় করা হয়নি। ভবিষ্যতে কোন তারিখ হতে কিস্তি আদায়যোগ্য হবে তাও নির্ধারণ করা হয়নি। ১৭-১০-২০১২ খ্রি. তারিখ হতে টার্ম লোন বিতরণ করা হয়। টার্ম লোন মঞ্জুরির শর্তানুসারে মে/২০১৩ মাস হতে কিস্তি আদায়যোগ্য হলেও আদায় না করা কিংবা সময় বৃদ্ধি না করায় ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য টার্ম লোন নিয়মিত দেখানো হচ্ছে।
- প্রকল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানির জন্য বন্দরের চার্জ ও কাস্টমস শুল্ক বাবদ ৩৮০.০০ লক্ষ টাকা গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্ত টাকা ব্যাংক কর্তৃক সাময়িকভাবে ওডি ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাংক তহবিল হতে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা গ্রাহকের নিকট হতে আদায় না করে টার্ম লোনের সঙ্গে একীভূত করা হয়েছে।
- অধিকন্তু কাস্টমস শুল্ক ব্যাংক তহবিল হতে পরিশোধের বিধান ব্যাংকের বিধিতে না থাকা সত্ত্বেও উক্ত অর্থ পরিশোধ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য ।
- প্রকল্পের ব্যয় বিভাজনে যন্ত্রপাতির মূল্য ৫৫.৮৭ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল যার বিপরীতে যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে ৪৯.৭০ কোটি টাকার। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি খাতে ৫.৫৭ কোটি টাকা কম খরচ হওয়ায় তা বিতরণযোগ্য না হওয়ার পরও বিতরণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃক সময় বৃদ্ধি করা এবং আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রকল্পটির পিসিআর সম্পন্ন হয়েছে। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার সম্পূর্ণ উপযোগী। ঋণের কিস্তি ও আদায়ের তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- জবাব ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি। কারণ, ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের ৬ হতে ১৮ মাস পর হতে কিস্তি আদায়যোগ্য। অথচ দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ প্রকল্পের কাজ চলমান রাখায় ব্যাংকে ঋণের দায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত দেখিয়ে সুদ আয় খাতে নেয়া হয়েছে। জামানত ৯২.০০ কোটি টাকা ঘাটতি থাকার পরেও উক্ত ঘাটতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত দ্বারা ঋণটি আবৃত করা হয়নি। সিলিন্ডার ক্রয় বাবদ ডিলারের নিকট হতে সিকিউরিটি মানি আদায় না করে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনাম : ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১২,৩০,৫৮,৯৬০ (বার কোটি ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত ষাট মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের এবং স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকা এর সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যাংকের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বন্ধকি সম্পত্তির মূল্যের দশগুণের অধিক অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ১২,৩০,৫৮,৯৬০ (বারো কোটি ত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার নয়শত ষাট মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ট, পৃষ্ঠা নং-১২ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মেসার্স আব্দুল্লাহ্ আল জাবির ফিলিং স্টেশন এর অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ও এসএমই ঋণ বিভাগ কর্তৃক পেট্রোল পাম্প (জ্বালানি তেল) এর ব্যবসা পরিচালনার জন্য ২০-০৬-২০১২ খ্রি. তারিখ ৬০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয় এবং ৩০-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা বর্ধিত করে ১০০০.০০ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। সর্বশেষ পরিচালনা পর্ষদের ২৭-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৯৮৭তম সভায় ২,২৭,৩২,৩০২ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ৩১-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখ মেয়াদে ঋণটি নবায়ন করা হয়। যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থি।
- ঋণের বিপরীতে জামানত সম্পত্তি ক্রয় দলিল নং-৩৫৭১, তারিখ: ১৬-০৫-২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী ১.৭৬৭ শতাংশ জমির মূল্য ৩১,৬০,০০০ টাকা, ৩১৬২ বর্গফুটের ২ টি ফ্ল্যাটের মূল্য ৪৭,৪৩,০০০ টাকাসহ মোট মূল্য ৭৯,০৩,০০০ টাকা; দলিল নং-২০৬৪, তারিখ: ১৬-০৫-২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী ০.০০২৭৩ শতাংশ জমির মূল্য ৯০,০০০ টাকা, ৯৫.৯৪ বর্গফুটের দোকানের মূল্য ১,৫০,০০০ টাকাসহ মোট মূল্য ২,৪০,০০০ টাকা এবং দলিল নং-৫৯৮৫, তারিখঃ ১৬-০৫-২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলার আধুরিয়া মৌজার ৬৪.০০ শতাংশ জমির মূল্য ৫৪,০৫,০০০ টাকা। সর্বমোট মূল্য (৭৯,০৩,০০০+ ২,৪০,০০০+ ৫৪,০৫,০০০) বা ১,৩৫,৪৮,০০০ টাকা হওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৯-০৫-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ ১.৭৬৭ শতাংশ জমি ও ৩১৬২ বর্গফুটের ২ টি ফ্ল্যাটের মূল্য ২,৭৮,২৬,০০০ টাকা; ০.০০২৭৩ শতাংশ জমি ও ৯৫.৯৪ বর্গফুটের দোকানের মূল্য ২১,৫৮,৬৫০ টাকা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার আধুরিয়া মৌজার ৬৫.০০ শতাংশ জমির মূল্য ১১,৪৮,০০,০০০ টাকা। সর্বমোট (২,৭৮,২৬,০০০ + ২১,৫৮,৬৫০ + ১১,৪৮,০০,০০০) বা ১৪,৪৭,৮৪,৬৫০ টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১,৩৫,৪৮,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি মাত্র এক বছর ব্যবধানে ১৪,৪৭,৮৪,৬৫০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১১ গুণ বেশি মূল্যায়ন করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সিসি হাইপো ঋণের তৃতীয় পক্ষীয় জামানতের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ঋণের দেড়গুণ মূল্যের জামানত বন্ধক রাখার কথা। সেমতে ১০.০০ কোটি টাকা ঋণের বিপরীতে ১৫.০০ কোটি টাকা মূল্যের জামানত বন্ধক রাখার কথা। এক্ষেত্রে দশগুণ অতি মূল্যায়নের পরেও জামানত ঘাটতি (১৫,০০,০০,০০০-১৪,৪৭,৮৪,৬৫০) বা ৫২,১৫,৩৫০ টাকা, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় কোনো অবস্থাতেই ঋণ নবায়ন করা যাবে না। এক্ষেত্রে ২,২৭,৩২,৩০২ টাকা সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ২৭-১২-২০১৫ খ্রি. ও ৩১-১২-২০১৬ খ্রি. তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয়েছে যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি।
- সিসি হাইপো ঋণের লিমিট অতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ হিসাবটি নিয়মিত দেখানো ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা পরিপন্থী। ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী হিসেবে গণ্য ।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করায়।
- বন্ধকি সম্পত্তির মূল্যের প্রায় ১১ গুণ অতিমূল্যায়নপূর্বক সিসি হাইপো ঋণ বিতরণ এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণসীমা নবায়ন।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ঋণ নবায়নের অনুমোদনপত্রে সীমাতিরিক্ত দায় ঋণ অনুমোদনের তারিখ থেকে তিনমাসের মধ্যে পরিশোধের জন্য বিশেষ শর্ত আরোপ সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ও এসএমই বিভাগ হতে অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। সীমাতিরিক্ত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতার সাথে নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান তার জবাবে ঋণ হিসাবটি সীমাতিরিক্ত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণগ্রহীতার সাথে নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে বলা হলেও ঋণ আদায়ের অগ্রগতি প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সর্বশেষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের স্বপক্ষে কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১২

শিরোনাম : নতুন গ্রাহকের অনুকূলে জাহাজ আমদানির নিমিত্ত ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত টাকা ১০,৫৭,৬৬,০০০ (টাকা দশ কোটি সাতান্ন লক্ষ ছেষট্টি হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বিভাগের ঋণের নথি ও স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম শাখার ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখার নতুন গ্রাহক মেসার্স শাহেদ শিপ ব্রেকিং কে (ঋণসীমা ১৬,২০,০০,০০০ টাকা) পুরাতন জাহাজ আমদানির নিমিত্ত ডেফার্ড এল সি স্থাপন করা হয় এবং আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত ১০,৫৭,৬৬,০০০ টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ঠ, পৃষ্ঠা নং-১৩ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহক শাখায় ১৯-১১-২০১৪ খ্রি. তারিখে ৩৪৬১ নম্বর চলতি হিসাব খোলেন। শাখায় গ্রাহকের কোনো ব্যবসা না থাকা সত্ত্বেও একজন নতুন গ্রাহকের অনুকূলে পুরাতন জাহাজ আমদানির জন্য ৪০% ক্যাশ মার্জিনে মা:ড: ২০,৬৭,৬৮৪.৭৬ বা ১৬.২৪ কোটি টাকা মূল্যের জাহাজ আমদানির জন্য ১৮০ দিন মেয়াদে ডেফার্ড এলসি স্থাপনের জন্য প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগের ০৪-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-প্রকা/বৈবাঋআবি/২০১৫/২৫৪ এর মাধ্যমে ঋনপত্র স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। গ্রাহক শাখায় নতুন গ্রাহক হওয়ায় ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে একজন অবিশ্বস্ত গ্রাহকের অনকূলে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা বিধি সম্মত নয়।
- ডেফার্ড এলসি নং-০২৭৮১৫০২০০০১ তারিখ ১৪/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে মা:ড: ২৩,৩৮,০৪২.০০ এর এলসি স্থাপন করা হয়। গ্রাহক অঙ্গীকার মোতাবেক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করায় ০৫/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ১৯০৭.৫৭ লক্ষ টাকার ফোর্সড লোন সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাহক অদ্যাবধি সুদসহ ১০,৫৭,৬৬,০০০ টাকা পরিশোধ করেনি।
- অনুমোদিত ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্যের ডেফার্ড এলসি স্থাপনের জন্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে; যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য ।
- ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে ১৪/৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে আর ঋণের বিপরীতে ডিড অব মর্টগেজ করা হয়েছে ১৬/৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে। পরবর্তীতে বন্ধকি সম্পত্তি পরিবর্তন করে পুনরায় ২৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ১৬.২৪ কোটি টাকার ডিড অব মর্টগেজ সম্পাদন করা হয়েছে। যা ব্যাংকের প্রচলিত ঋণদান নীতিমালার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য ।
- ডেফার্ড এলসি স্থাপনের পরে ডিড অব মর্টগেজ সম্পাদন করার ফলে বন্ধকি সম্পত্তির অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- জাহাজ আমদানির নিমিত্ত নতুন গ্রাহকের অনুকূলে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে ১৮০ দিন মেয়াদে ডেফার্ড এলসি খোলা হয়। ঋণের বিপরীতে ৩১.৬২ কোটি টাকার সম্পত্তি মর্টগেজ নেয়া আছে। অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ সহ জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, অবশিষ্ট টাকা আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ সহ জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে বলা হলেও প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও সর্বশেষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৩

শিরোনাম : গ্রাহকের কার্যাদেশের যথার্থতা যাচাই না করে ও কার্যাদেশ লিয়েন না রেখে এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৩৯,৭৭,১৬,০০০ (টাকা উনচল্লিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ষোলো হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের নথি ও স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, কার্যাদেশের যথার্থতা যাচাই না করে, কার্যাদেশ লিয়েন না রেখে এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত পরিপালন না করে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের অনাদায়ি ৩৯,৭৭,১৬,০০০ (উনচল্লিশ কোটি সাতাত্তর লক্ষ ষোলো হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ড, পৃষ্ঠা নং-১৪ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের সূত্র নং-প্রকা/শিঋবি/জেভিইকো/২০১৫/৭৮ তারিখঃ ১৯/১১/২০১৫ খ্রি. অনুযায়ী মেসার্স জয়েন্ট ভেনচার অব ইন্টেরিয়রস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ এলএলসি এন্ড একম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং এর অনুকূলে হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাদেশ লিয়েন রাখার শর্তে ৩৫.০০ কোটি টাকার এসওডি ঋণ অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের ১নং শর্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ঋণ গ্রহণের বিষয়ে এবং ইস্যুকৃত কার্যাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে লিয়েন রাখার বিষয়ে অনাপত্তি গ্রহণ, ২ ও ৩ নং শর্ত অনুযায়ী কার্যাদেশ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের সাথে ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি, ৪ নং শর্ত অনুযায়ী ইন্টেরিয়রস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ এলএলসি এন্ড একম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ মঞ্জুরিকৃত ঋণের দায় বহন করবে মর্মে কোম্পানিদ্বয়ের বোর্ড রেজুলেশন গ্রহণ করার পর মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণযোগ্য হবে মর্মে শর্ত দেয়া হয়। কিন্তু তা পরিপালন না করে শাখা হতে ঋণ বিতরণের সুযোগ প্রদান করা হয় এবং প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগ হতে ৩১/১২/১৫ খ্রিঃ তারিখের সূত্র নং-প্রকা/হিসাব/জেভিইকো/২০১৫/৭১৩ এর মাধ্যমে ৮.০ কোটি টাকা ছাড়করণের অনুমোদন এবং ২৪/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখের সূত্র নং-প্রকা/শিঋবি/জেভিইকো/২০১৬/৯৮ এর মাধ্যমে অবশিষ্ট ২৭ কোটি টাকা ছাড় করণের অনুমোদন প্রদান করা হয়, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- কার্যাদেশের বিপরীতে প্রদত্ত এসওডি ঋণের প্রকৃতি অনুযায়ী কার্যাদেশ লিয়েন রেখে ঋণ বিতরণের নিয়ম থাকলেও ব্যাংক হতে কার্যাদেশ লিয়েন না রেখে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয় যা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসির পরিপন্থি। আবার হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর ২১/০৪/১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নং-IIIL/SHRP-04(5)/PF(1)/2015/70 অনুযায়ী হোটেলের সংস্কার কাজের কার্যাদেশ মূল্য ১৯.৭০ কোটি টাকা এবং ২৪/০৪/১৫ খ্রি. তারিখ হতে কাজ শুরু করার কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক সংশোধিত ওয়ার্ক সিডিউল, সম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনের তারিখ এবং মূল কার্যাদেশ না নিয়ে অনিয়মিতভাবে এসওডি ঋণ বিতরণ করা হয়।
- ইন্টেরিয়রস ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ এলএলসি, ইউএই (১ম পক্ষ) এবং একম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ, ঢাকা(২য় পক্ষ) এর সাথে ২৯/০৮/০৪ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত কনসোর্টিয়াম এগ্রিমেন্ট এর ক্লস-৭ অনুযায়ী ১ম পক্ষ প্রকল্পের সমস্ত কাজের জন্য দায়ী থাকবেন। এছাড়া সিভিল স্পেশালিস্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং ৩১/১০/০৪ খ্রি. তারিখে সম্পাদিত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি অনুযায়ী জনাব মেহেদী হাসানকে রিপ্রেজেনটেটিভ করা হয়। এক্ষেত্রে ১ম ও ২য় পক্ষ এর যৌথ নামে চলতি হিসাব পরিচালনা করার এবং উক্ত নামে ঋণ নেয়ার অনুমোদন প্রদান না করা হলেও শাখা হতে উক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরে চলতি হিসাব ও ঋণ বিতরণের সুযোগ প্রদান করা হয়।
- গ্রাহকের ঋণ হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৩১/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখ হতে ঋণ বিতরণের পর অদ্যাবধি (০২/০২/২০১৭ খ্রি. পর্যন্ত) ঋণ হিসাবে কোন টাকা গ্রাহক পরিশোধ করেননি। ফলে ঋণ হিসাবটি ১৮/১০/২০১৬ খ্রি. তারিখে মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কার্যাদেশের যথার্থতা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পরই এসওডি ঋণ বিতরণের অনুমোদন প্রদান করা হয়। মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলি পরিপালন করে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কার্যাদেশ লিয়েন রাখার বিষয় অনুমোদনের শর্তে উল্লেখ রয়েছে। ঋণের দায় আদায়ের জন্য গ্রাহককে তাগাদা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- কার্যাদেশটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লিয়েন গ্রহণ করা হয়নি। লিয়েন না করায় সম্পাদিত কাজের টাকা ঋণ হিসাবে জমা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৪

শিরোনাম : গ্রাহকের অনুমোদিত সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত লেনদেন করার পরও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ভুয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টি করে লেনদেনের সুবিধা প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৪৪,৮১,৩৪১ (চুয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার তিনশত একচল্লিশ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা ও ইসলামপুর রোড শাখা, ফেনী এর সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের অনুমোদিত সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত লেনদেন করার পরও মেসার্স নিউ ইন্টার স্পোর্টস এর অনুকূলে ভুয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টি করে লেনদেনের সুবিধা প্রদান ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ী ৪৪,৮১,৩৪১ (চুয়াল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার তিনশত একচল্লিশ মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ঢ, পৃষ্ঠা নং-১৫ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্পোর্টস ও গার্মেন্টস সামগ্রী এর পাইকারি ও খুচরা ব্যবসা পরিচালনার জন্য শাখা ব্যবস্থাপকের সুপারিশের ভিত্তিতে বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা হতে ২৫-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখে এক বছর মেয়াদে ৪০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণসীমা ৪০.০০ লক্ষ টাকা হওয়া সত্ত্বেও ২৬-০৮-২০১৫ খ্রি. হতে ০২-০৯-২০১৫ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪৪,৭২,০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ৪,৭২,০০০ টাকা সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৬-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখ ৩৮,৯৬,২৩৫ টাকা দায় থাকা অবস্থায় ৩০.০০ লক্ষ টাকা অর্থাৎ, ২৮,৯৬,২৩৫ টাকা সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একইভাবে ২৩-০২-২০১৬ খ্রি. তারিখে ৫৬.০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং ৩১.০০ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে। ৪০.০০ লক্ষ টাকা লিমিট থাকা অবস্থায় ৬৮.৯৬ লক্ষ টাকা বিতরণ ঋণ নীতিমালার পরিপন্থী। সিসি হাইপো ঋণ হিসাবে উল্লিখিত পরিমাণ টাকার লেনদেন অস্বাভাবিক লেনদেন হিসেবে গণ্য।
- ২৫-০৮-২০১৫ খ্রি. তারিখের ঋণ মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী মেসার্স নিউ ইন্টার স্পোর্টস এর সিসি হাইপো ঋণ হিসাব নং-৫০০০০০২১৮ এর মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু একই নামে ২৮-০৪-২০১৬ খ্রি. তারিখ সিসি হাইপো ঋণ হিসাব নং-৫০০০০২১১৪ এর মাধ্যমে ১০,০০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত হিসাবে ২৮-০৪-২০১৬ খ্রি. হতে ০৪-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মাত্র সাত দিন সময়ের ব্যবধানে ৪,৮৫,৫০,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ভুয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টি করে ব্যাংক হতে অর্থ উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে অতিরিক্ত বিতরণকৃত টাকা সমন্বয় করা হলেও শাখা ব্যবস্থাপকের এ ধরনের কার্যক্রম গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- ১৪-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখের দলিল নং-৩২০৫/১৫ অনুযায়ী ১২.০০ শতাংশ বন্ধকি জমির মূল্য ১৮,০২,০০০ টাকা। কিন্তু শাখা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ মূল্যায়ন করা হয়েছে ৮৪,০০,০০০ টাকা যা অতিমূল্যায়ন হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ভুয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টির মাধ্যমে লেনদেন এবং বন্ধকি সম্পত্তি অতি মূল্যায়নপূর্বক সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রাক্তন ব্যবস্থাপক জনাব এরশাদ উল্লাহ ভূঁইয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের সুবিধা প্রদান করেন। উক্ত ঋণের টাকা আদায়ের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক জনাব এরশাদ উল্লাহ ভূঁইয়া ঋণ হিসাব সৃষ্টির মাধ্যমে অবৈধ লেনদেনের সুবিধা প্রদানের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঋণটি আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন অগ্রগতি নিরীক্ষাকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫

শিরোনাম : সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ ও ঋণ হিসাবে গ্রাহক কোন টাকা জমা না করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৫,৫১,৬৩,০০০ (টাকা পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ তেষট্টি হাজার মাত্র) টাকা।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ও সাধারণ ঋণ বিভাগের নথি ও স্থানীয় কার্যালয় শাখা, ঢাকা এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের খেলাপি দায় থাকা অবস্থায় নতুন করে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ বিতরণ ও ঋণ হিসাবে গ্রাহক কোন টাকা জমা না করায় এবং মঞ্জুরিপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৫,৫১,৬৩,০০০ (পাঁচ কোটি একান্ন লক্ষ তেষট্টি হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ণ, পৃষ্ঠা নং-১৬ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের সূত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/৪৫৭ তারিখ ১৮/১০/২০১৫ খ্রি. এর মাধ্যমে এসএমই(মাঝারি) এর আওতায় এসপি মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড এর অনুকূলে ১৭/১০/২০১৬ খ্রি. মেয়াদে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার চলতি মূলধন ঋণ অনুমোদন প্রদান করা হয়।
- গ্রাহকের মূল প্রতিষ্ঠান জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং এন্ড পেপার লিঃ এর ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা খেলাপি ও মেয়াদোত্তীর্ণ দায় থাকা অবস্থায় গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এসপি মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেড এর অনুকূলে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭-কক ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- গ্রাহকের ঋণ হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঋণ হিসাবটি ২৬/১২/১৫ খ্রি. তারিখে বিতরণের পর হতে ৩১/০১/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত গ্রাহক কোন টাকা জমা প্রদান করেনি এবং ঋণাঙ্ক উত্তোলন ছাড়া কোন লেনদেন করেনি। ব্যাংক শাখা ও এসএমই বিভাগের যোগসাজশে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ০২/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্রাহকের মার্কেটিং ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড প্রিন্টিং ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকলেও শাখা হতে যাচাই না করে উক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের ০২ নং শর্ত অনুযায়ী পূর্ণ ঋণাঙ্ক প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন করে সম্পত্তি নেয়ার এবং ঞ(ক) নং শর্তে ৬১.৫০ শতাংশ সহায়ক জামানত নিয়ে সর্বোচ্চ ৩৬৯.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা যাবে উল্লেখ থাকলেও শাখা হতে তা পরিপালন না করে একই বছরে সহায়ক জামানতকে পুনঃমূল্যায়ন করে পূর্ণ ঋণাঙ্ক বিতরণ করা হয়।
- বর্তমানে (০১/০২/১৬ খ্রিঃ তারিখে) ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনাদায়ি অবস্থায় থাকায় এবং গ্রাহক কোন টাকা পরিশোধ না করায় ব্যাংকের ৫৫১.৬৩ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭-কক ধারা অনুসরণ না করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখা কর্তৃক ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বন্ধককৃত ৬১.৫০ শতাংশ জমির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- আপত্তিতে উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি বিধায় জবাব সন্তোষজনক নয়। এছাড়া বন্ধককৃত সম্পত্তির তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হলেও তা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কেও স্পষ্ট কোন মন্তব্য নেই।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ সহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম : গ্রাহকের ব্যবসায়িক অবস্থা যাচাই না করে নতুন ব্যবসায়িকে সিসি হাইপো ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৫,৩৩,৪৪,০০০ (পাঁচ কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, এসএমই বিভাগের ঋণের নথি, সিএল বিবরণী ও রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর গ্রাহক মেসার্স ফেভারিট নীটওয়্যার লিঃ ও ফেভারিট কোয়ালিটি এমব্রয়ডারি এন্ড প্রিন্টিং লিঃ এর নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টিকে অনিয়মিতভাবে সিসি হাইপো ঋণ প্রদান করায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৫,৩৩,৪৪,০০০ (পাঁচ কোটি তেত্রিশ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ত, পৃষ্ঠা নং-১৭ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- (ক) গ্রাহক মেসার্স ফেভারিট নীটওয়্যার লিঃ এর শাখায় কোন ব্যবসায়িক লেনদেন নেই কিন্তু আয়কর প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় গ্রাহক মেসার্স ফেভারিট নীটওয়্যার লিঃ এর টিন নম্বর প্রথম করা হয়েছে ২৬-০২-২০১২ খ্রি. তারিখে যার বিপরীতে বছরে মাত্র ৩,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করা হয়। উপর্যুক্ত অবস্থা হতে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহক একজন নতুন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়িক অবস্থা সন্তোষজনক নয়।
- প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগ ও এসএমই বিভাগের ১০-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২৫০ এর মাধ্যমে ০৯-০৬-২০১৬ খ্রি. তারিখ মেয়াদে একজন নতুন ব্যবসায়ীকে প্রাথমিক অবস্থায় চলতি মূলধন বাবদ ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। গ্রাহক ঋণ গ্রহণের পর হতে মাত্র ৫,০০,০০০ টাকা ঋণ হিসাবে জমা প্রদান করেন। গ্রাহক ঋণ হিসাবে লেনদেন না করায় প্রমাণিত হয় যে গ্রাহকের কোন ব্যবসা নেই।
- ঋণ হিসাবের সীমাতিরিক্ত দায় ৩৬৬.৬৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ না করায় এবং নবায়ন না করায় ঋণটি শ্রেণিকৃত ঋণে পরিণত হয়েছে।
- (খ) এছাড়া মেসার্স ফেভারিট কোয়ালিটি এমব্রয়ডারি এন্ড প্রিন্টিং লিঃ কে এমব্রয়ডারি করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ বিভাগ ও এসএমই বিভাগের ১৯-০৬-২০১৪ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২৫৬ এর মাধ্যমে ১৮-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখ মেয়াদে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এমব্রয়ডারি ব্যবসার জন্য কোন মজুদ রিপোর্ট হয় না। কারণ এমব্রয়ডারি কাজ অগ্রিম মূল্যে ভাড়ায় করা হয়। কাজেই এ খাতে চলতি মূলধন ঋণ প্রদানযোগ্য নয়।
- গ্রাহকের উক্ত ঋণ হিসাবে টার্নওভার বছরে ৫ গুণের পরিবর্তে মাত্র ০.২১ গুণ। টার্নওভার অতি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অপর সহযোগী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ফেভারিট নীট ওয়্যার লিঃ এর অনুকূলে ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থী হিসেবে গণ্য।
- দুটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের বিপরীতে মোট ৫৭.৫২ শতক জমি বন্ধক নেয়া হয়েছে। উক্ত জমি ১৯৯৭ সাল হতে ২০০৭ সালে ক্রয় করা হয়েছে। জমির ক্রয়মূল্য ১৩,২৩,০০০ টাকা হলেও তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্য ১০,৮০,৬৮,০০০ টাকা নিরূপণ করা হয়েছে যা ক্রয় মূল্যের ৮২.৩১ গুণ। এক্ষেত্রে জমির মূল্য অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যবসায়ীক অবস্থা সঠিকভাবে যাচাই না করা।
- জমির অতিমূল্যায়ন করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- গ্রাহক প্রতিষ্ঠান দুটি মূলত রপ্তানিমুখী নীটওয়্যার গার্মেন্টস এর কাজ সাব কন্ট্রাক্ট এর মাধ্যমে করে থাকে। প্রধান কার্যালয়ের এসএমই বিভাগের অনুমোদনক্রমে ঋণ বিতরণ করা হয়। ঋণ দুটিতে নিয়মিত লেনদেন না করায় শ্রেণিকরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান এর জবাবে ঋণ হিসাবটি শ্রেণিকরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও সর্বশেষ আদায়/আইনগত অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৭

শিরোনাম : ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে নির্মিত ফ্ল্যাট বিক্রয় ও ঋণ হিসাবে অর্থ জমা না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৭,২৫,৩০,০০০ (সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে এসএমই বিভাগের ঋণের নথি ও তালতলা সিলেট শাখার ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, অনিয়মিতভাবে বাণিজ্যিক গৃহনির্মাণ ঋণ মঞ্জুর এবং প্রদত্ত অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৭,২৫,৩০,০০০ (সাত কোটি পঁচিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-থ, পৃষ্ঠা নং-১৮ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের ২২-০২-২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং- প্রকা/এসএমইবি/ শাখা/৬২ এর মাধ্যমে মেসার্স ইন্ডিয়ানা হাইটস এর এক্সিম ব্যাংক সিলেট শাখার খেলাপি ঋণের দায় সুকৌশলে অধিগ্রহণসহ ১২ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে বাণিজ্যিক গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ৩৩৪.০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে আরো ১২০.০০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৪৫৪.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- সুদসহ অন্য ব্যাংকের দায় সুকৌশলে অধিগ্রহণ করায় পুনরায় ১২০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত মঞ্জুর করা হয়েছে।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত মোতাবেক এক্সিম ব্যাংক, সিলেট শাখার কোন পাওনা নেই মর্মে অনাপত্তি পত্রসহ মূল দলিলাদি গ্রহণ এবং রেজিস্ট্রি সম্পাদনের পর ঋণ বিতরণের শর্ত থাকলেও শাখা কর্তৃক এক্সিম ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণ না করেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ব্যাংকের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে গ্রাহক ৭ টি ফ্ল্যাট বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে অর্থ জমা না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- আদায় ব্যর্থতাজনিত কারণে ঋণ হিসাবটি বন্ধ ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখার ২৬-০৭-২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র হতে দেখা যায় যে, নির্মিত ভবনের ৪০% কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহকের ইক্যুইটির টাকা ও প্রদত্ত ঋণের টাকা প্রকল্পের কাজে সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয়নি। অর্থাৎ শাখা ব্যবস্থাপক মঞ্জুরিপত্রের শর্ত যথাযথভাবে পরিপালন না করে উক্ত টাকা বিতরণ করেছে।
- এছাড়া ৩১-০৮-২০১৬ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ১৮ টি কিস্তি খেলাপি হয়েছে। এরপরও গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। আইন উপদেষ্টার মতামত অনুসারে দেখা যায় যে, বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য ৫৫৪.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত টাকার ৫০% হিসাবে ঋণ প্রাপ্য ২৭৭.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ৪.৫৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে মঞ্জুরিপত্রের শর্তানুযায়ী ৯.০৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বন্ধক নেওয়া হয়নি। জামানতের মূল্য অনুসারে ১৫৩.৭৭ লক্ষ টাকা অনিয়মিত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ বিতরণের পূর্বে হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অন্য ব্যাংকের দায় অধিগ্রহণ ও ঋণের অর্থ প্রকল্পের কাজে ব্যবহার না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- এক্সিম ব্যাংকের দায় খেলাপি ছিল না। ০৫-০৩-২০১২ খ্রি. তারিখে বন্ধকি দলিল সম্পাদন করা হয় এবং উক্ত তারিখে ব্যাংকের দায় নেই মর্মে অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহক কর্তৃক বিক্রিত ফ্ল্যাটের টাকা ঋণ হিসাবে জমা করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। ভবনের কাজ ৮৬.৫৬% সমাপ্ত হয়েছে। বন্ধকি সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৯৮৮.৪৭ লক্ষ টাকা। ঋণের টাকা আদায়ের জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও ঋণ আদায় এবং আইনানুগ ব্যব্যস্থার কোনো অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৮

শিরোনাম : এসএমই(ব্যবসায়ী) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৮,৪৬,৭৩,৯৫৩ (টাকা আট কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত তিপ্পান্ন মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রিঃ হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগের নথিপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, এসএমই(ব্যবসায়ী) ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরেও আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ী ৮,৪৬,৭৩,৯৫৩ (আট কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার নয়শত তিপ্পান্ন মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-দ, পৃষ্ঠা নং-১৯ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- কাজির বাজার শাখা, সিলেট এর গ্রাহক জনাব মোতাহির হোসেন এর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স মোতাহির হোসেন এবং মেসার্স আলিফ স মিল এর অনুকূলে ২৮-০৬-২০১২ খ্রি. তারিখে যথাক্রমে ৫.০০ কোটি এবং ১.০০ কোটি টাকা এসএমই (মাঝারি) ও এসএমই (ব্যবসায়ী) ঋণ মঞ্জুর করা হয় যা যথাক্রমে ২৩-০৭-২০১২ খ্রি. ও ০৬-০৮-২০১২ খ্রি. তারিখে বিতরণ করা হয়।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-জ(৩) অনুযায়ী ''এবি ব্যাংক লিঃ, বরইকান্দি শাখা, সিলেট; রূপালী ব্যাংক লিঃ, ভার্থখলা শাখা, সিলেট এবং রূপালী ব্যাংক লিঃ, কাজির বাজার শাখা, সিলেট এর অনাদায়ি ঋণের টাকা গ্রাহকের নিজস্ব উৎস হতে পরিশোধপূর্বক উক্ত ব্যাংকের অনাপত্তি পত্র ও মূল দলিলাদি গ্রহণপূর্বক সম্পত্তি অবমুক্ত করে একই দিনে রূপালী ব্যাংক লিঃ এর অনুকূলে রেজিঃ মর্টগেজ সম্পাদনসহ সকল আনুষ্ঠানিকতা পরিপালনের পর ঋণ বিতরণ করতে হবে।" উক্ত ব্যাংকের অনাপত্তিপত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে ঋণ বিতরণ করা মঞ্জুরি পত্রের পরিপন্থি হিসেবে গণ্য। মঞ্জুরিপত্রে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধের উল্লেখ থাকায় প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য ঋণটি এবি ব্যাংক বরইকান্দি শাখার ঋণ ছিল।
- বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর ০৮-০৮-২০১২ খ্রি. তারিখের পত্র নং-ডিওএস(আরএস)১১৬১/রূপালী/ ২০১২-২৪৯ হতে দেখা যায় ৬০ (ষাট) দিনের অধিক পুরাতন সিআইবি প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মেসার্স মোতাহির হোসেন নামক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে যা ওএস সার্কুলার নং-০৩/২০০৩ এ বর্ণিত নির্দেশনার লঙ্ঘন।
- প্রাথমিকভাবে ব্যবসার লাইসেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতীত ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২৮-০৬-২০১২ খ্রি. তারিখে ঋণ মঞ্জুর করা হলেও লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে ০১-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে।
- সীমাতিরিক্ত ১.১৮ কোটি টাকা দায় থাকা অবস্থায় মেসার্স মোতাহির হোসেন এর অনুকূলে অনিয়মিতভাবে ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ চলতি মূলধন ঋণ সীমা ৫.০০ কোটি টাকা ২৯-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখ মেয়াদে নবায়ন এবং সীমাতিরিক্ত ১.১৮ কোটি টাকা ১২ টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের অনুমোদন প্রদান করা হয়। একইভাবে সীমাতিরিক্ত ২৪.৫৯ লক্ষ টাকা দায় থাকা অবস্থায় ৩০-১২-২০১৪ খ্রি. তারিখে মেসার্স আলিফ স মিল এর অনুকূলে ঋণসীমা ১.০০ কোটি টাকা ২৯-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখ মেয়াদে নবায়ন করা হয় যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- ঋণ বিতরণের পর হতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ তদারকি না করায় ঋণটি খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে।
- শাখার সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, গ্রাহকের বর্তমানে কোন ব্যবসা নেই।
- এছাড়া ব্যাংকের নথিপত্র ও ব্যাংক বিবরণী হতে প্রতীয়মান হয় ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনা না করে অব্যবসায়ী গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- সঠিকভাবে গ্রাহক নির্বাচন না করা এবং অন্য ব্যাংকের ঋণ অধিগ্রহণ করা। সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় ঋণ নবায়ন করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- এবি ব্যাংক, বড়ইকান্দি শাখা কর্তৃক বন্ধকি সম্পত্তি রিডামশন করার পর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহক বাণিজ্যিকভাবে পাথর, কয়লা ও চুনাপাথর আমদানি করে সরবরাহ করে থাকে। গ্রাহকের সীমাতিরিক্ত দায় আদায়ের স্বার্থে ঋণ নবায়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, ঋণ বিতরণের পূর্বে এবি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা হতে অনাপত্তি নেওয়া হয়নি। যে তারিখে দলিল রিডামশন করা হয়েছে ঐ তারিখেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সীমাতিরিক্ত দায় আদায় না করে ঋণ নবায়ন করা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১৯

শিরোনাম : শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি প্লেজ ঋণ অনুমোদন এবং দায়সমূহ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৬২,৪৭,৮২,৩৫৭ (টাকা বাষট্টি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত সাতান্ন মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, জিএলরায় রোড, কর্পোরেট শাখা, রংপুর এবং প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সিসি প্লেজ ঋণ অনুমোদন এবং দায়সমূহ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৬২,৪৭,৮২,৩৫৭ (বাষট্টি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ বিরাশি হাজার তিনশত সাতান্ন মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ধ, পৃষ্ঠা নং-২০ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- হিমাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে অংকুর স্পেশালাইজড কোল্ড স্টোরেজ লিঃ এর অনুকূলে ০৯-০৩-২০১২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৮১তম সভায় ২৮৪২.৬৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ (২৪২.৬৭ লক্ষ টাকা আইডিসিপিসহ) প্রাথমিকভাবে অনুমোদন করা হয়। পিসিআর অনুযায়ী ২৮-০৬-২০১৩ খ্রি. তারিখ হতে প্রথম কিস্তি পরিশোধের কথা। কিন্তু কোন কিস্তি পরিশোধ না করা সত্ত্বেও গ্রাহকের অনুকূলে ৩০-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে কর্মচারীদের বেতন ও ইউটিলিটি/বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য ১.২৫ কোটি, আলু ক্রয়ের জন্য ১.২৫ কোটি মোট ২.৫০ কোটি টাকা সিসি হাইপো ঋণ এবং ২.০০ কোটি টাকা সিসি প্লেজ ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- কর্মচারীদের বেতন ও ইউটিলিটি/বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের জন্য সিসি হাইপো ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি।
- এপ্রিল মাসে আলুর মৌসুম শেষ হলেও জুন/২০১৩ মাসে আলু ক্রয়ের জন্য সিসি প্লেজ ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ যা ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি।
- কোন ঋণ পরিশোধ না করা সত্ত্বেও ১৩-০৫-২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ৯৭১তম পর্ষদ সভায় প্রকল্প ঋণের মেয়াদোত্তীর্ণ দায় ১০৬০.২৭ লক্ষ এবং চলতি মূলধন ঋণের ৫০৪.১৪ লক্ষ টাকা ব্লক করা হয়। উক্ত অনাদায়ি দায় ব্লক করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ জামানত গ্রহণ করা হয়নি। তদুপরি একই তারিখে সিসি হাইপো ঋণ সীমা ২.৫০ কোটি থেকে ৩.০০ কোটি টাকায় এবং সিসি প্লেজ ঋণ সীমা ২.০০ কোটি থেকে ৩.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়।
- বিধি বহির্ভূতভাবে একদিকে সিসি প্লেজ ঋণের অনাদায়ি দায় ব্লক করণ অপরদিকে একই তারিখে সিসি প্লেজ ঋণের ঋণসীমা বর্ধিতকরণ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/১২ এর পরিপন্থি।
- শাখা ও বিভাগীয় কার্যালয়ের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক নিজ ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে সাময়িক অগ্রিম প্রদানের নিমিত্তে ১৫-০৩-২০১৬ খ্রি. তারিখে সহায়ক জামানত ব্যতীত ৩০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি প্লেজ ঋণ মঞ্জুর করা হয়।
- প্লেজ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আদেশ জারি না হওয়া সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ৩০০.০০ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অপরদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জামানতবিহীন ৭.০০ কোটি টাকা সিসি হাইপো ঋণ মঞ্জুর ও শাখা কর্তৃক বিতরণ করা হয়েছে।
- মালামাল ক্রয়ের নিমিত্তে ঋণের অর্থ ছাড় করা হলেও ক্রয়কৃত পণ্য/মালামালের চালানের কপি শাখায় সংরক্ষণ করা হয়না এবং মালামাল স্টক রেজিস্টারে (এসবি-৮৮) যথানিয়মে লেখা হয়না।
- সিসি হাইপো ও সাময়িক প্লেজ ঋণের কোন টাকাই গ্রাহকের কাছ থেকে আদায় করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংকের বিধি-বিধান না মেনে বার বার বিভিন্ন ধরণের ঋণ প্রদান ও বর্ধিতকরণ।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন উৎস হতে অর্থ সংগ্রহ করে হিমাগারে আলু সংরক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। গ্রাহকের সাময়িক অগ্রিম ঋণসমূহ মার্চ/২০১৭ এর মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠান তার জবাবে গ্রাহকের সাময়িক অগ্রিম ঋণসমূহ মার্চ/২০১৭ এর মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছে বলা হলেও প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও কোন অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২০

শিরোনাম : খেলাপি গ্রাহককে চলতি মূলধন বিতরণ এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ২৯,৯৩,২৫,০০০ (উনত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ইসলাম খান জুট মিলস লিঃ, ঢাকা এর খেলাপি ঋণের দায় দেনা নিয়মিত না থাকা সত্ত্বেও চলতি মূলধন প্রদান করায় ও মেয়াদি ঋণের অনাদায়ী টাকা আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ২৯,৯৩,২৫,০০০ (উনত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ন, পৃষ্ঠা নং-২১ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- মতিঝিল কর্পোরেট শাখার সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের ৩০-০১-২০১১ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর ৫২ অনুসারে পূর্ববর্তী খেলাপি অনাদায়ি মূলধনের ৮০৮.১৮ লক্ষ টাকা ও আরোপিত সুদের ৬২০.২৩ লক্ষ টাকার ডাউন পেমেন্ট বাবদ কোন টাকা আদায় না করেই নতুনভাবে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা ৪ টি কিস্তিতে বিতরণের জন্য মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ১১-০৯-২০১১ খ্রিঃ তারিখের সিআইবি রিপোর্ট হতে দেখা যায় যে, গ্রাহকের ৩০-০৯-২০০৬ খ্রি. তারিখ হতে একটি মন্দ ও ক্ষতিজনক ঋণ ছিল। কু-ঋণ থাকা সত্ত্বেও পুনরায় ঋণ প্রদান করা ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৭-কক ধারার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য ।
- গ্রাহককে ব্যবসা পরিচালনার জন্য চলতি মূলধন সুবিধা প্রদান করা হলেও এবং ব্যবসা চলমান থাকার পরও পূর্ববর্তী ঋণের অনাদায়ি টাকা আদায় ৩ বছর বন্ধ রাখা হয়েছে। যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- গ্রাহক সম্পূর্ণ ঋণ সীমা উত্তোলনের পর হতে আর ঋণ হিসেবে লেনদেন করেনি। ফলে ব্যাংকের মোট (১২৯৬.৬৩ + ৮০৮.১৮ + ৮৮৮.৪৪) টাকা= ২৯৯৩.২৫ টাকা ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- চলতি মূলধন হিসাবের লেনদেনের বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, গ্রাহক ব্যাংক হতে যে টাকা উত্তোলন করেছে তা ব্যবসায় পরিচালনার পর উহার বিক্রয়লব্ধ টাকা বা রপ্তানিমূল্য শাখার ব্যাংক হিসাবে জমা করেনি। ফলে শাখা ব্যবস্থাপকের যথাযথ তদারকি না থাকায় গ্রাহক বিতরণকৃত ঋণের টাকা যে উদ্দেশ্যে নিয়েছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি।
- চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করা হয় এক বছর মেয়াদে অথচ প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নবায়ন না করা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে তিন বছর মেয়াদ নবায়ন ছাড়া ঋণ হিসাবে লেনদেনের সুবিধা প্রদান করেছে।

অনিয়মের কারণ :

- খেলাপি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম এবং ব্যাংকের অনাদায়ী টাকা দীর্ঘমেয়াদে পরিশোধ বন্ধ রেখে ঋণ বিতরণ করা যা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি।
- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে ঋণ বিতরণ, ঋণ হিসাবসমূহ সম্পূর্ণ কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- ব্যাংক কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণের বিষয়টি জবাবে স্বীকৃত। ডাউন পেমেন্ট আদায় না করে ঋণ বিতরণ ও চলতি মূলধন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণের পরও বিতরণ এবং ব্লক ঋণের কিস্তি দীর্ঘদিন যাবত আদায় বন্ধ রেখে ঋণ সুবিধা প্রদান করা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২১

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা ও সীমাতিরিক্ত ঋণ অনাদায়ি থাকা অবস্থায় পুনঃনবায়ন এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধে অনাদায়ি টাকা ২,২৩,৯২,১৮০ (দুই কোটি তেইশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত আশি মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য কর্পোরেট শাখার ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, ব্যাংক কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা ও ঋণ অনাদায়ী থাকা অবস্থায় পুনঃনবায়ন এবং রপ্তানি ব্যর্থতায় ফোর্সড লোন সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধে অনাদায়ী টাকা ২,২৩,৯২,১৮০ (দুই কোটি তেইশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার একশত আশি মাত্র)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- সঠিকভাবে গ্রাহক চিহ্নিত না করে শাখা কর্তৃক মেসার্স রিফাস নিটওয়ারস এন্ড ডিজাইনার লিঃ কে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- সহায়ক জামানত হিসেবে শাখা কর্তৃক মূল্যায়িত সম্পত্তির পরিমাণ ১৯১.২৪ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হয়। তবে প্রধান কার্যালয়ের ইস্তেহার নং- প্রকা/শিঋবি/নির্দেশ/১, তারিখ: ০১/০৪/২০১৩ খ্রি. অনুযায়ী যৌথ/৩য় পক্ষের মালিকানাধীন (Co-Sharer Ownership/Third Party) সম্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ হবে তাৎক্ষণিক বিক্রয়মূল্যের ৫০% । সহায়ক জামানতগুলো কোম্পানির নামীয় না হওয়ায় যৌথ/৩য় পক্ষের মালিকানাধীন জমি হিসেবে সহায়ক জামানতের মূল্য ১৯১.২৪ লক্ষ *৫০%= ৯৫.৬২ লক্ষ টাকা। ৯৫.৬২ লক্ষ টাকার সহায়ক জামানত নিয়ে ৩০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর ঝুঁকিপূর্ণ হলেও শাখা কর্তৃক উক্ত ঋণ মঞ্জুর পূর্বক বিতরণ করা হয়েছে যা সঠিক হয়নি।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, শাখার ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে ব্যাক টু ব্যাক এলসির দায় পরিশোধ না করে গ্রাহক শাখার NOC ব্যবহার করে ১২/০৬/১৬ খ্রিঃ ও ২৫/০৭/১৬ খ্রি. তারিখ যথাক্রমে ৩৫,২৩৯ ও ১৪,৭৬১ মাঃ ডঃ অন্য ব্যাংকের মাধ্যমে টিটি বাবদ রপ্তানি Proceed এর টাকা উত্তোলন পূর্বক আত্মসাৎ করেন। শাখার ১১/০৮/১৬ খ্রিঃ তারিখের গ্রাহকের ব্যাক টু ব্যাক এর মালামাল ১,২০,০০০ মাঃ ডঃ সমপরিমাণ কম পাওয়া গিয়েছে। ফলে ব্যাংক পর্যাপ্ত মনিটরিং না করায় গ্রাহক কর্তৃক উক্ত পরিমাণ মালামাল অন্যত্র বিক্রির মাধ্যমে ব্যাংকের টাকা তছরূপ করা হয়েছে।
- ১৯/০৫/১৬ খ্রি. তারিখে ৩৮.৫০ লক্ষ টাকা (৩৩৮.৫০-৩০০=৩৮.৫০ লক্ষ টাকা) সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক অনিয়মিতভাবে পত্র নং-বৈবাকশাখা/ঋণপত্র/নবায়ন/১৬/৩৬৪ তারিখঃ ০১/০৬/১৬ খ্রি. অনুযায়ী ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ পুনঃনবায়ন প্রদান করা হয়।
- শাখার পত্র নং-বৈবাকশা/বিবিধ/১৬/৫২৭ তারিখ ০১/০৮/১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী পিসি ঋণ ২০/০৬/১৬ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তা সিএল বিবরণীতে শ্রেণিকৃত ঋণ হিসেবে প্রদর্শন না করে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে প্রদর্শন করা হয়েছে।
- মাষ্টার এলসি নং 71335AM600151 ,OLC/096/15, RKDL/GI/2016/02 ও 0170DCET00000202 লিয়েন রেখে ১৭টি ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা হয়। ফোর্সড ঋণ সৃষ্টির পরও নবায়ন মঞ্জুরি প্রদর্শন করে ঋণগুলো অশ্রেণিকৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা বিধিবহির্ভূত। গ্রাহক কর্তৃক রপ্তানি ব্যর্থতায় ২৫/০৯/১৬ খ্রিঃ হতে ২৯/১১/১৬ খ্রিঃ সময়ে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টির মাধ্যমে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করায় অনাদায়ি ও সম্ভাব্য ক্ষতি ২,১৭,৭২,৯৫৫ টাকা। এক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত ১,১৭,৭২,৯৫৫ টাকার ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট পিসি ঋণ বাবাদ ৬,১৯,২২৫ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। তাই ফোর্সড ঋণ বাবদ ২,১৭,৭২,৯৫৫ এবং পিসি ঋণ বাবদ ৬,১৯,২২৫ টাকা সর্বমোট ২,২৩,৯২,১৮০ টাকা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট অনাদায়ী রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- অনিয়মিতভাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা এবং সীমাতিরিক্ত দায় থাকা অবস্থায় নবায়ন প্রদান করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের ০৪-০৬-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৩৪৪ নং পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। শাখা কর্তৃক এনওসি ইস্যু করা হয়নি। ভুয়া এনওসি ইস্যুর বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র দেওয়া হয়েছে। চেক ডিজঅনারের জন্য এনআই এ্যাক্ট অনুসারে মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ব্যবস্থাপক অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করে অন্য ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে ব্যাক টু ব্যাক এলসি স্থাপনে ও ফোর্সড লোন সৃষ্টির বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপকের অনিয়মের বিষয়টি স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২২

শিরোনাম : অনিয়মিতভাবে এলটিআর ও পিএডি ঋণ সৃষ্টি এবং ঋণের মালামাল বিক্রয় সত্ত্বেও ঋণ হিসাবে জমা না করায় এবং সহায়ক জামানত অতিমূল্যায়ন করে বন্ধক নেওয়ায় ও আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১৬৫,৫০,৮৫,০০০ (একশত পঁয়ষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে ব্যাংক এর বিভিন্ন শাখার সিএল বিবরণী এবং মতিঝিল কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স এম রহমান স্টীল মিলস্ লিঃ এর নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, মালামাল বিক্রয় সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে সৃষ্ট এলটিআর ঋণ দায় এবং পিএডি ও ফোর্সড ঋণের দায় ঋণ হিসেবে জমা না হওয়ায় ও বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়ন করা এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ১৬৫,৫০,৮৫,০০০ (একশত পঁয়ষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-প, পৃষ্ঠা নং-২২ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- শাখার নবাগত গ্রাহক মেসার্স এম রহমান স্টীল মিলস্ লিঃ কে স্ক্রাপ জাহাজ আমদানি ও মালামাল বিক্রয়ের জন্য রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ঋণ ও আন্তর্জাতিক বিভাগের ২৯-০৮-২০১৩ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-২০৫ এর মাধ্যমে ২০০.০০ কোটি টাকার ঋণপত্রসীমা ও ৬০.০০ কোটি টাকার এলটিআর ঋণ সীমা ১৮০ দিন মেয়াদে পরিশোধের শর্তে মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু শাখা কর্তৃক ডেফার্ড এলসির বিপরীতে ৬৯৬৪.২৪ লক্ষ টাকার এলটিআর ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালা অনুসারে এট সাইট এলসির বিপরীতে এলটিআর ঋণ সৃষ্টির নিয়ম। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ডেফার্ড এলসির বিপরীতে এলটিআর ঋণ সৃষ্টি করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- অপরদিকে ডেফার্ড এলসির দায় গ্রাহকের অঙ্গীকার মোতাবেক দায় পরিশোধে ব্যর্থ হলে ফোর্সড ঋণ সৃষ্টির নিয়ম। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃক ৫৯৩৭.৯৭ লক্ষ টাকা অনিয়মিতভাবে পিএডি দায় সৃষ্টি করা হয়েছে।
- গ্রাহকের আমদানিকৃত লোহার পাত বিক্রয়পূর্বক ঋণ হিসাবে জমা না করায় গ্রাহক বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। অপরদিকে পিএডি ফোর্সড ঋণের মালামাল মজুদ আছে কিনা তা যাচাই না করেই পাঁচ বছর মেয়াদী ঋণে পরিণত করা হয়েছে। ফলে ব্যাংকের দায়হ্রাসের পরিবর্তে অনাদায়ি ঋণে পরিণত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক অফসাইট সুপারভিশন বিভাগের ১৭-১২-২০১৫ খ্রি. তারিখের পত্র নম্বর-ডিওএস(এস)১১৫২/৩ (০৪)/২০১৫-২৪৯৩ এর মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয় যে, মেয়াদোত্তীর্ণ এলটিআর ঋণের দায় পরিশোধ হলে ব্যাংকের নবায়ন আদেশ কার্যকর হবে। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত শর্ত পরিপালন না করে টার্ম লোনে পরিণত করা হয়েছে।
- গ্রাহকের নবায়ন আদেশ জারির পূর্বেই শাখা কর্তৃক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে ২৪-০৯-২০১৪ খ্রি. তারিখে ৫০,৯৫,৪৮০.৬০ ডলার মূল্যের ডেফার্ড এলসি (নম্বর-০২৬৫১৪০২০০০৬) স্থাপন করা হয়েছে। গ্রাহক অঙ্গীকার মোতাবেক দায় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ৪০৬০.৮৪ লক্ষ টাকা ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে বিদেশি ব্যাংকের দায় পরিশোধ করা হয়েছে।
- গ্রাহক ঋণের অনাদায়ি টাকার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ না করায় ব্যাংকের আদায় অনিশ্চিত ১৬৫,৫০,৮৫,০০০ টাকা।
- ঋণের বিপরীতে বন্ধকি ১১১ শতক জমি উদ্যোক্তা ১১-০৫-২০১০ খ্রি. তারিখে ৪.৫০ কোটি টাকায় ক্রয় করেন। অথচ উক্ত জমির মূল্য শাখা কর্তৃক ২৫.৫৩ গুন অতিমূল্যায়ন করে ১১৪.৮৮ কোটি টাকা মূল্যায়ন করা হয়েছে। ২০১০ সন হতে জমির বাজার মূল্য বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও শাখা কর্তৃক বৃদ্ধি করে অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- বন্ধকি সম্পত্তি অতিমূল্যায়ন।
- ডেফার্ড এলসির দায়কে এলটিআর ঋণ ও পিএডি ঋণে পরিণত এবং আদায় ব্যর্থতার কারণে টার্ম ঋণে পরিণত করা সত্ত্বেও নিয়মিত কিস্তির টাকা আদায় না হওয়া।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- শাখার সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরিচালনা পর্ষদের ৯১৭তম সভার সিদ্ধান্তক্রমে ৫% মার্জিনে ২০০.০০ কোটি টাকার এলসি স্থাপন এবং ৭০.০০ কোটি টাকার এলটিআর ঋণ অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে মেয়াদী ঋণে পরিণত করা হয়। গ্রাহক নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছে। সমৃদ্ধ জামানত দ্বারা ঋণটি আবৃত করা আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে মেয়াদি ঋণে পরিণত এবং নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের কথা বলা হলেও তার স্বপক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া একজন নতুন গ্রাহকের অনুকূলে বিপুল পরিমাণ টাকার ডেফার্ড এলসি স্থাপন ও এলটিআর ঋণ প্রদান করা বিধিসম্মত নয়। তাছাড়াও ডেফার্ড এলসির দায়কে এলটিআর ঋণে পরিণত করাও ব্যাংকিং নীতিমালার পরিপন্থি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৩

শিরোনাম : বন্ধকি সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন, অনুমোদিত ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ওভার ড্রাফট ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৯,৯৬,৯৬,০০০ (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ও সাধারণ ঋণ বিভাগের নথি ও রূপালী সদন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, বন্ধকি সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন, অনুমোদিত ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ওভার ড্রাফট ঋণ বিতরণ করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৯,৯৬,৯৬,০০০ (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ফ, পৃষ্ঠা নং-২৩ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রধান কার্যালয়ের সাধারণ ঋণ ও এসএমই বিভাগ হতে মেসার্স জেনারেটর হাউজ এর অনুকূলে সূত্র নং-প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৫/৩২৪ তারিখঃ ০৪/০৮/২০১৫ খ্রি. অনুযায়ী এসএমই(মাঝারি) ট্রেডিং ঋণের আওতায় ১ বছর মেয়াদে ৫০০.০০ লক্ষ টাকার চলতি মূলধন এবং প্রকা/এসএমইবি/শাখা/২০১৬/১০৬ তারিখঃ ২৭/০৩/১৬ খ্রি. অনুযায়ী ১ বছর মেয়াদে ১৮০.০০ লক্ষ টাকার ওভার ড্রাফট (ওডি) ঋণ অনুমোদন করা হয়। আবার এসএস প্লেট, জিআই শীট এবং স্ক্র্যাপ সামগ্রী আমদানি ও সরবরাহের ব্যবসায় একই গ্রাহকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড স্টীল কোম্পানিকে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ এর সূত্র নং-বিকাঢাদ/রূসকঢা/২০১৬/০৪ তারিখঃ ৩১/০১/১৬ খ্রি. এর মাধ্যমে পণ্য দায়বদ্ধ ঋণ সিসি (হাইপো) অনুমোদনপূর্বক বিতরণ করা হয়।
- মেসার্স জেনারেটর হাউজ এর ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে কুমিল্লা সদর দক্ষিণের শ্রীবল্লভপুর মৌজায় ৩৯.৭৫ শতক ফসলী ও আবাসিক জমিকে ৬৮০.০০ লক্ষ টাকায় মূল্যায়ন করা হয় অথচ মৌজা রেট অনুযায়ী উক্ত জমির মূল্য ৪১.৮৭ লক্ষ টাকা। একইভাবে অন্যান্য ঋণের বিপরীতে বন্ধকিকৃত সহায়ক জামানত অতি মূল্যায়িত করা হয়েছে যা প্রধান কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায়ও উক্ত রূপ আপত্তি উত্থাপন করা হয়।
- বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা দক্ষিণ এর সূত্র নং বিকাঢাদ/প্রকা/এসএমইবি/২০১৬/২৩ তারিখ ১৪/০৩/১৬ খ্রিঃ অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ের স্ক্র্যাপ মালামাল ক্রয়ের জন্য গ্রাহককে ওডি ঋণ প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়। রূপালী ব্যাংকের ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ অনুযায়ী সরকারি/স্বায়তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ/অবকাঠামোগত উন্নয়নগত ঠিকাদারী কাজে ওয়ার্ক অর্ডার পেলে এবং তা ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে লিয়েন রেখে ওডি ঋণ মঞ্জুরের নীতিমালা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূতভাবে স্ক্র্যাপ মালামাল ক্রয়ের জন্য ওডি ঋণ মঞ্জুর করা হয়, যা ক্রেডিট ম্যানুয়াল ২০১৩ পরিপন্থি।
- মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা দক্ষিণ নিজ ক্ষমতাবলে রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড স্টীল কোম্পানিকে স্ক্র্যাপ সামগ্রী আমদানি ও সরবরাহের ব্যবসায় ঋণ প্রদান করলেও নথিতে দেখা যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পত্র নং-সেল/২০১৫/২১ ও ০৩ তারিখঃ ০১/০৩/১৬ খ্রি. ও ১৩/০৩/১৬ খ্রি. ওয়ার্ক অর্ডারগুলো রাজু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রেজিস্টার্ড ঠিকানায় জেনারেটর হাউজ এর নামে ইস্যুকৃত । রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং স্ক্র্যাপ সামগ্রীর ব্যবসায় ব্যাংক হতে ঋণ নিলেও উক্ত ব্যবসা রাজু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রেজিস্টার্ড ঠিকানা ব্যবহার করে জেনারেটর হাউজ করায় এবং রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং রেজিস্টার্ড ঠিকানায় ব্যবহার করায় রাজু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অস্তিত্ব নেই এবং নামে-বেনামে সহযোগী প্রতিষ্ঠান খুলে উক্ত ঋণ বিতরণ করা হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।
- শাখাটি বর্তমানে CBS (Core Banking Software) সিস্টেম এ পরিচালিত হচ্ছে বিধায় এতে ঋণ সীমার অতিরিক্ত পোষ্টিং দেয়া যায় না। কিন্তু প্রধান কার্যালয়ের ICT Operations বিভাগ ও শাখা ব্যবস্থাপক এর যোগসাজশে মেসার্স জেনারেটর হাউজ এর ২টি ঋণ হিসাবে ০৩/০১/১৬ খ্রি., ০১/০২/১৬ খ্রি., ০৮/০২/১৬ খ্রি., ১০/০২/১৬ খ্রি., ১৬/০২/১৬ খ্রি., ২১/০৭/১৬ খ্রি., ২৮/০৭/১৬ খ্রি., ০১/০৮/১৬ খ্রি. ও ১২/১২/১৬ খ্রি. সহ বিভিন্ন সময়ে সীমাতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদিত চলতি মূলধন ঋণ সীমা ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হলেও ঋণ হিসাব বিবরণীতে ৫২০.০০ লক্ষ টাকা এবং ওডি হিসাবে অনুমোদিত ১৮০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ২২০.০০ লক্ষ টাকা প্রদর্শন করে সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- আবার রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং হিসাবে ১০০.০০ লক্ষ টাকার ঋণ অনুমোদন দিয়ে ২৬৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত উত্তোলনের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান ও ICT Operations বিভাগের যোগসাজশের মাধ্যমে CBS সিস্টেমকে Manipulate করে উক্ত সীমাতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হয়েছে, যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে গণ্য।

- মেসার্স জেনারেটর হাউজ-এর অনুমোদিত চলতি মূলধন ঋণ হিসাবটিতে সীমাতিরিক্ত দায় থাকায় ঋণ হিসাবটি মেয়াদোত্তীর্ণ। মাত্র ৮ মাসের ব্যবধানে দ্রুততম সময়ে একই প্রতিষ্ঠানের নামে ২টি ও সহযোগী নামসর্বস্ব কোম্পানিকে ১টি সহ সর্বমোট ৩টি ঋণ বিতরণ করা এবং সীমাতিরিক্ত টাকা প্রদান করায় সর্বমোট মঞ্জুরিকৃত ৭৮০.০০ লক্ষ টাকা ঋণের বিপরীতে ৯৯৬.৯৬ লক্ষ টাকা অনাদায়ি দায় থাকায় ব্যাংকের উক্ত টাকা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- বন্ধকিকৃত সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন।
- অনুমোদিত ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ওভার ড্রাফট ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ওডি ঋণ ৫.০ কোটি, সিসি হাইপো ঋণ ১.০ কোটি ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে সিসি হাইপো ঋণ ২.০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের চাহিদার প্রেক্ষিতে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসি উপেক্ষা করে ঋণ মঞ্জুর এবং শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি। এ বিষয়ে সীমাতিরিক্ত ঋণ বিতরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অর্থ আদায়ের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রায় ০৩ (তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও অগ্রগতি অডিট অফিসকে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৪

শিরোনাম : প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপন এবং ঋণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৪৪,৫১,৮৮,০০০ (চুয়াল্লিশ কোটি একান্ন লক্ষ আটাশি হাজার মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে শিল্প ঋণ বিভাগের নথি ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, সদন শাখা, ঢাকা-এর ঋণের নথি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে মেসার্স শীতল এন্টারপ্রাইজ এর অনুকূলে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করায় ও আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৪৪,৫১,৮৮,০০০ (চুয়াল্লিশ কোটি একান্ন লক্ষ আটাশি হাজার মাত্র) টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ব, পৃষ্ঠা নং-২৪ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- রূপালী ব্যাংকের আর্থিক ক্ষমতা বিধি ২০১২ অনুসারে স্ক্র্যাপ জাহাজ আমদানির ক্ষেত্রে ৪০% মার্জিনে এবং ডেফার্ড এলসি স্থাপনের ক্ষমতা শাখা ব্যবস্থাপকের না থাকা সত্ত্বেও শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ০৪/১২/২০১৪ খ্রি. সালে ০২৭০১৪০২০০০০২ নং ডেফার্ড এলসির বিপরীতে ৯৯,৬৫,৯৮২.০০ মার্কিন ডলার মূল্যের বাংলাদেশি টাকায় ৭৮৩৩.২৬ লক্ষ টাকার ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত এলসির দায় পরিশোধের জন্য শাখা কর্তৃক ক্রেডিট এ্যাডভাইস ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে প্রেরণ না করায় এবং শাখা কর্তৃক রেসপন্ড না করায় কনফারমিং ব্যাংক নষ্ট হিসাব ডেবিট করে আমদানি পণ্যের মূল্যের দায় পরিশোধ করেছে।
- ব্যাংকের শিল্পঋণ বিভাগের ০৪-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রশা/শিঋবি/২০১৬/৯০৮ এর মাধ্যমে গ্রাহকের অনাদায়ি ৪২৮৭.০০ লক্ষ টাকা তিন বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে মেয়াদি ঋণে পরিণত করা হলেও গ্রাহক ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত ৫টি কিস্তির ৪৫৬.৫৫ লক্ষ টাকার মধ্যে কোন টাকাই পরিশোধ করেনি।
- গ্রাহক ০৪/০৭/২০১৪ খ্রি. তারিখে শাখার প্রথম চলতি হিসাব খুলেছে। গ্রাহক একজন নতুন গ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও এবং এলসির সম্পূর্ণ ঋণাঙ্ক কভার না করে ডেফার্ড এলসি স্থাপন করা ব্যাংক স্বার্থ পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- ঋণের বিপরীতে মর্টগেজ কৃত ৪১১.৮২ শতক জমির মূল্য প্রধান কার্যালয় ও বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক মূল্যায়ন করা হয়নি। ঋণ সৃষ্টির পর উক্ত মূল্য নির্ধারণ করে ঋণাঙ্কের সমপরিমাণ দেখানো হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- পুনঃতফসিল করার পরেও শর্তানুযায়ী কিস্তি পরিশোধ না করা।
- সহায়ক জামানতের অতিমূল্যায়ন।
- প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে ডেফার্ড এলসি স্থাপন।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ফোর্সড ঋণের টাকা পুনঃতফসিল করা হয়েছে। গ্রাহক হিসাবে ২১/১২/২০১৬ খ্রি. তারিখে ঋণের ১.৩০ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে ঋণের টাকা পুনঃতফসিলের কথা বলা হলেও পুনঃতফসিল কার্যকরের জন্য যে সকল শর্ত প্রদান করা হয়েছে তা পরিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রদান করেনি এবং ঋণের ১.৩০ কোটি টাকা জমা প্রদানের কথা উল্লেখ করা হলেও তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৫

শিরোনাম : রপ্তানির দীর্ঘদিন পরও রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় দেশ আয় হতে বঞ্চিত ২,৮৩,৪৮০.৫৪ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা ২,৫২,০০,৮৩১ (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটশত একত্রিশ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১৩-২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বিভাগের অপ্রত্যাবাসিত বৈদেশিক মুদ্রা বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, কয়েকটি শাখা হতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় দেশ ২,৮৩,৪৮০.৫৪ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ ২,৫২,০০,৮৩১ (দুই কোটি বায়ান্ন লক্ষ আটশত একত্রিশ মাত্র) টাকা আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ভ, পৃষ্ঠা নং-২৫ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- স্থানীয় কার্যালয়, ঢাকার গ্রাহক মেসার্স ব্লুমিং ডিজাইন লিঃ, ভারবেনা নীটওয়্যার লিঃ ও মেসার্স বিপেড সোয়েটার্স লিঃ কে রেডিমেট গার্মেন্টস রপ্তানির জন্য রপ্তানি বিল কালেকশনে প্রেরণ করা হলেও দীর্ঘ ৪/৫ বছরের মধ্যে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- রমনা কর্পোরেট শাখার গ্রাহক মেসার্স ডিএসএল সোয়েটার লিঃ এর ২০০৭ ও ২০১৫ সালে সোয়েটার রপ্তানির জন্য ২টি বিল কালেকশনে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- আন্দরকিল্লা কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম এর গ্রাহক ওয়াজহিকো এ্যাপারেলস লিঃ কর্তৃক ২০১৬ সালে রেডিমেট গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির জন্য প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- একইভাবে শামস ভবন কর্পোরেট শাখা, খুলনার গ্রাহক দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস এর ১টি বিলের রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত হয়নি।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেন গাইডলাইন এর বিধান অনুসারে রপ্তানির ০৪ মাসের মধ্যে রপ্তানি মূল্য দেশে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অদ্যাবধি রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় দেশের ২,৫২,০০,৮৩১ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিতকরণসহ আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- ১১-০৭-২০০৭ খ্রি. তারিখে কালেকশন ভিত্তিতে প্রেরিত বিলের মালামালের মূল্য প্রত্যাবাসিত না হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক, কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানানো হয়েছে। ২৩-০৯-২০১৫ খ্রি. তারিখের বিলটির মূল্য পরিশোধের জন্য গ্রাহককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে ব্লুমিং ডিজাইনের রপ্তানি বিলের মূল্য প্রত্যাবর্তন না হওয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- মেসার্স ডিএসএল সোয়েটার লিঃ এর ২০০৭ সনের রপ্তানি বিলমূল্য প্রত্যাবাসনের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ছাড়পত্র গ্রহণ না করে পুনরায় ২০১৫ সনে কালেকশনের ভিত্তিতে বিল প্রেরণ করা সঠিক হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৬

শিরোনাম : ঋণ মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী মিল চালুকরণের শর্ত পরিপালন না করা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান, আদায় ব্যর্থতা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ৩৪,৯৩,২১,৭৩৫ (চৌত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ একুশ হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের ঋণ ব্যবস্থাপনার ওপর বিশেষ নিরীক্ষা কার্যক্রম ০১-১২-২০১৬ খ্রি. হতে ২৮-০২-২০১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, শামস ভবন শাখা, খুলনা এবং প্রধান কার্যালয়ের শিল্প ঋণ বিভাগের সিএল বিবরণী ও ঋণের নথিপত্র পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ঋণ মঞ্জুরি অনুযায়ী মহসিন জুট মিলস লিমিটেড-কে চালুকরণের শর্ত অমান্য করা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান, আদায় ব্যর্থতা এবং গ্রাহকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ব্যাংকের অনাদায়ি ৩৪,৯৩,২১,৭৩৫ (চৌত্রিশ কোটি তিরানব্বই লক্ষ একুশ হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-ম, পৃষ্ঠা নং-২৬ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রতিষ্ঠানটি কাঁচা পাট থেকে সিবিসি (কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ) উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করার উদ্দেশ্যে ১৯৭১ সাল থেকে সিসি হাইপো ঋণ সুবিধা ভোগ করে আসছে। সঠিকভাবে লেনদেন পরিচালনা না করা সত্ত্বেও ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে সিসি হাইপো ঋণের ঋণ সীমা ১১.৪০ কোটি টাকার ৪০% বাবদ ৪.৫৬ কোটি টাকা এবং ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সিসি হাইপো ঋণের ঋণ সীমা ১১.৪০ কোটি টাকার ৬০% বাবদ ৬.৮৪ কোটি টাকা; সর্বমোট ১১.৪০ কোটি টাকা ব্লকড করা হয়।
- মিলটি ২২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে লে-অফকৃত এবং ১৭-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।
- পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২৪-০৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পাটশিল্পে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত ইস্তেহার নং-বিআরপিডি(এফ আই)২৬০(গ)/২০১৪-৪৮৮৮ এর নির্দেশনার আলোকে গ্রাহকের আবেদন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ২২-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের অনাপত্তি পত্র নং-বিআরপিডি(এফ আই)২৬০(গ)১/২০১৫-১১৯০০ এর নির্দেশনার আলোকে প্রধান কার্যালয়ের ২৯-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের অনুমোদন পত্র নং-০৮/২০১৫-২০১৬ এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক গ্রাহক প্রতিষ্ঠানের ০১-০৭-২০০৯ খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ধার্যকৃত সুদ ১৪.২৩ কোটি টাকা ব্লক করা হয়। কিন্তু গ্রাহক মিল চালু না করা সত্ত্বেও ব্লককৃত টাকা ঋণ হিসাব থেকে স্থানান্তর করার পরে কুশন সৃষ্টি হওয়ায় ৩,৭৫,৮৯,৬৫০ টাকা প্রদান করা হয়েছে যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- গ্রাহক ০২-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে "অনুমোদন পত্রে বর্ণিত সকল শর্তসমূহ মানিয়া নিয়া আমরা ঋণ গ্রহণ করিতে রাজি আছি" মর্মে অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও অনুমোদন পত্রের ০৬ নং শর্তের লে-অফ প্রত্যাহার করে মিলটি চালুকরণ সাপেক্ষে অনুমোদন কার্যকর হবে শর্তটি অমান্য করার পরেও ঋণ প্রদান ঋণ মঞ্জুরি শর্তের পরিপন্থি।
- প্রধান কার্যালয়ের ২৯-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ০৮/২০১৫-২০১৬ নং পত্রে ১৪.২৩ কোটি টাকার ব্লক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতি রপ্তানি বিল হতে ২৫% হারে কর্তনপূর্বক সীমাতিরিক্ত স্থিতি সমন্বয়ের শর্ত আরোপ করা হলেও ৩০-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ৫১/২০১০-২০১১ নং পত্রে উক্ত শর্ত আরোপ করা হয়নি। ৩০-০৮-২০১০ খ্রিঃ তারিখের ৫১/২০১০-২০১১ নং পত্রে এরূপ শর্ত আরোপ করা হলে ব্যাংকের ক্ষতি সাধিত হত না।
- বন্ধকি সম্পত্তি খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ৯৯ বছরের লিজ নেয়ায় জমি বিক্রির অনুমতি প্রদান করা হয়নি। ফলে উক্ত জমি বিক্রয়ের মাধ্যমে দায় আদায়ের কোন সম্ভাবনা নেই।
- ১১-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পর থেকে ঋণ হিসাবে লেনদেন বন্ধ রয়েছে, দায় আদায় অনিশ্চিত। ফলে উক্ত টাকা ব্যাংকের ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্ত অমান্য করা সত্ত্বেও ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থতা ।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- দেশের পাট শিল্প এবং পাট শ্রমিকদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরকারি সিদ্ধান্ত ও পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে সিসি হাইপো ঋণের সুদ ব্লক ঋণে নেয়ার পর যে কুশন সৃষ্টি হবে সে পরিমাণ টাকা বিতরণ করতে হবে। কুশন সৃষ্টির প্রেক্ষিতে ২.৭৯ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু মিল কর্তৃপক্ষ মিল চালু করেনি। ঋণসমূহ কু-ঋণে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋণটি জামানত দ্বারা আবৃত।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে, বিতরণকৃত সিসি হাইপো ঋণের টাকা মিলের পাট পণ্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়া অনুচ্ছেদে যে সকল অনিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে জবাবে কোন মন্তব্য প্রদান করা হয়নি। বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০৫/১৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৮/০৭/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রি. তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-২৭

শিরোনাম : সন্তোষজনক লেনদেন না করা সত্ত্বেও একই সহায়ক জামানতের উপর সিসি (হাঃ), সিসি (প্লেজ), এলসি লিমিট নবায়ন সুবিধা প্রদান করেও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত ২,৩৬,১২,৯৫৪ টাকাসহ ব্যাংকের অনাদায়ি টাকা ১৫,৫৩,৬৭,৯৫৪ (টাকা পনের কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত চুয়ান্ন মাত্র)।

বিবরণ :

রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, ২১/২ পুরানা পল্টন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা এর ২০১১ হতে ২০১৬ সালের লোন, লেজার, আদায় বিবরণী, ঋণপত্র নথি ০১/০৯/২০১৬ খ্রিঃ হতে ১০/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পাদনকালে দেখা যায় যে, সন্তোষজনক লেনদেন না করা সত্ত্বেও একই সহায়ক জামানতের উপর সিসি (হাঃ), সিসি (প্লেজ), এলসি লিমিট একাধিকবার নবায়ন সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও আদায়ে ব্যর্থতায় ঋণ হিসেবে সীমাতিরিক্ত ২,৩৬,১২,৯৫৪ টাকাসহ ব্যাংকের অনাদায়ি ১৫,৫৩,৬৭,৯৫৪ (টাকা পনের কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার নয়শত চুয়ান্ন মাত্র) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-য, পৃষ্ঠা নং-২৭ এ প্রদর্শিত হলো)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পর্ষদ কর্তৃক ১৮-৮-২০১৬ খ্রি. তারিখের ১০০৬ তম সভায় ঋণগ্রহীতা পেইলাক রেজিন কমপ্লেক্স লিঃ এর অনুকূলে প্রধান কার্যালয়ের শিল্পঋণ বিভাগের সূত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৬/৯৯৯ তারিখ: ৩০/৮/২০১৬ খ্রি. (প্রমাণক সংযুক্ত) মোতাবেক সিসি (হাঃ) ১২.০০ কোটি টাকা, সিসি (প্লেজ) ঋণ সীমা ১.০০ কোটি টাকা এবং এলসি লিমিট ৩.০০ কোটি টাকা নবায়ন সুবিধা অনুমোদন দেয়া হয়।
- নবায়ন শর্তাবলির শর্ত নং-(গ) অনুযায়ী বিদ্যমান ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত স্থিতি থাকলে তা সম্পূর্ণ আদায়ের পর অনুমোদন কার্যকর হবে।
- শর্ত নং-(ঘ) অনুযায়ী গ্রাহকের ব্যবাসায়িক লেনদেনসহ যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।
- শর্ত নং-(ঝ) অনুযায়ী ঋণের Documentation যথাযথভাবে হয়েছে কি না শাখা কর্তৃক যাচাই করে সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঋণ বিতরণ কার্যকর করতে হবে। কিন্তু শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উল্লিখিত শর্তসমূহ পরিপালন না করেই অনিয়মিতভাবে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া ইতোপূর্বে ব্যাংকের শিল্প ঋণ বিভাগের ২৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-প্রকা/শিঋবি/২০১৫/১৫৪ এর মাধ্যমেও ০১ বছর মেয়াদে নবায়ন সুবিধা মঞ্জুর করা হয় উল্লিখিত শর্তাবলিপরিপালন সাপেক্ষে। কিন্তু গ্রাহক কর্তৃক তা পরিপালন করা হয়নি।
- নবায়ন শর্তাবলি (ঙ) অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ও পরিশোধিত মূলধন যৌক্তিক সীমায় উন্নীত করার কথা থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের সার্কুলার নং-প্রকা/পগ/১৫ তাং-০৯/০৬/২০১৪ খ্রি. শাখা কর্তৃক অনুসরণ করা হয়নি।
- তহবিলের লভ্যতার বিষয় নিশ্চিত হয়ে বর্ধিত ঋণ ছাড়করণ করা হয়নি।
- এলসি নং-০০০০০২৬৯১৬০১০১০৭ তাং ১৪/৭/২০১৬ খ্রি. মাঃ ডঃ ১৫,০০০ একক হার ৭৯/- টাকা হারে বাংলাদেশি ১১,৮৫,০০০ টাকা, এলসি নং-০০০০০২৬৯১৬০১০১২৫ তাং-৩১/১০/২০১৬ খ্রি. মাঃ ডঃ ১৫,৬০০ একক হার ৭৯/- টাকা হারে বাংলাদেশি মুদ্রায় ১২,৩২,৪০০ টাকাসহ (১১,৮৫,০০০+১২,৩২,৪০০) সর্বমোট এলসি মূল্য ২৪,১৭,৪০০ টাকার মধ্যে (৪,৭৮,০০০+১,৮৪,৪০০) = ৬,৬২,৪০০ টাকা মার্জিন জমা নেয়া হয়। বর্তমানে (২৪,১৮,০০০ - ৬,৬৩,০০০) ১৭,৫৫,০০০ টাকা ব্যাংকের দায় রয়েছে।
- সিসি (হাঃ) ও সিসি (প্লেজ) ঋণে সীমাতিরিক্ত দায় ২,৩৬,১২,৯৫৪ টাকা।
- নিরীক্ষাকাল পর্যন্ত সিসি হাইপো ১৪,১৯,৭৯,৪৩২ টাকা + সিসি প্লেজ ১,১৬,৩৩,৫২২ টাকা + এলসি দায় ১৭,৫৫,০০০ টাকা = সর্বমোট ১৫,৫৩,৬৭,৯৫৪ টাকা ব্যাংকের পাওনা রয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সুদারোপের ফলে সৃষ্ট সীমাতিরিক্ত ঋণ আদায়ের বিষয়ে গ্রাহকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। গ্রাহক চলতি বছরের মধ্যে সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয় করবেন মর্মে শাখাকে নিশ্চিত করেছেন। আমদানি নিশ্চিত সাপেক্ষে এলসি দায় যথাসময়ে সমন্বয় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থানীয় অফিসের জবাবে গ্রাহক চলতি বছরের মধ্যে সীমাতিরিক্ত দায় সমন্বয় করবেন মর্মে শাখাকে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং আমদানি নিশ্চিত সাপেক্ষে এলসি দায় যথাসময়ে সমন্বয় করা হবে উল্লেখ করা হলেও ০৩ (তিন) বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঋণের অনাদায়ি অর্থ আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি অডিট অফিসকে অবহিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ০১/০১/১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৯/০৩/১৭ খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৫/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাসময়ে ঋণটি আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থাগ্রহণ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ভবিষ্যতে আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম রোধের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণসহ উক্ত বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা যৌক্তিক।

(আবুল কালাম আজাদ)
মহাপরিচালক
শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখঃ ১৪.১২.১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮.৮.২০২১ খ্রিষ্টাব্দ